গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৭ - ১৩ নভেম্বর, ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহারাষ্ট্রে এম এন এস এবং শিবসেনার তাণ্ডব ঃ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তা দায়ী

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

আসন্ন নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে দুই ঘোর সংকীর্ণতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা ও শিবসেনার দুষ্কৃতীরা মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অংশে যেভাবে ক্রমবর্ধমান হারে হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন, শারীরিক নিগ্রহ, এমনকী নিরীহ মানুষের হত্যার ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ফ্যাসিস্ট সুলভ কার্যকলাপ দৃঢ় হাতে অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যে কার্যত কিছুই করছে না, কমরেড মুখার্জী তারও তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এই নির্লজ্জ নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে অন্যান্য রাজ্য থেকে কাজ করতে আসা শ্রমজীবী মানুষের উপর অবাধে নির্যাতন চালাবার, তাদের হয়রান করার, এমনকী তাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার মতো জঘন্য কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘৃণ্য শক্তিগুলিকে সুযোগ করে দিচ্ছে দুই সরকার।

সাধারণ মানুষের উপর এই বর্বরতা রোধ করতে দেশের সকল অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য কমরেড মুখার্জী আহ্বান করেছেন। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ের কাছেই এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে তৎপর হতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে

জনসভা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

১২ নভেম্বর, মেট্রো চ্যানেল, বিকাল ৪টা

জনবিচ্ছিন্ন সিপিএম মিটিং-মিছিলেও ভয় পাচ্ছে

রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরতের রাজভবন চুক্তি কার্যকর করার দাবিতে আজ সিঙ্গুরে একটি প্রকাশ্য জনসভার পূর্বঘোষিত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য সিপিএম যেভাবে পুলিশকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রেখে 'ন্যানো বাঁচাও কমিটি'র আড়ালে সশস্ত্র দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনী নিয়োগ করে জনসভামুখী তৃণমূল এবং এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চালাল, গাড়ি ভাঙচুর করল এবং রক্তাক্ত করল, তা হিটলারের ফ্যাসিস্ট ঝঞ্ঝাবাহিনীর কার্যকলাপকেই স্মরণ করায়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ভাঙবার জন্য সিপিএম যে ফ্যাসিস্টসুলভ পদ্ধতি নিয়েছিল, এক্ষেত্রেও তারা সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। জনবিচ্ছিন্ন সিপিএম আজ মিটিং-মিছিলকেও ভয় পাচ্ছে। একটি প্রকাশ্য জনসভার ক্ষেত্রে এই সশস্ত্র আক্রমণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক সংকেত। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র জনগণকে ধিক্কারে সরব হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাই।

প্রভাস ঘোষ বলেন, আজ শালবনিতে ইস্পাত প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রীর ফেরার পথে মাইন বিস্ফোরণ ও পুলিশকর্মীদের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবার বেইরুটে

হুগো স্যাভেজের সোস্যালিস্ট পার্টি সহ বহু দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন

লেবানন, শ্রীলঙ্কা, সুদান ও ভেনেজুয়েলার পর সম্প্রতি কানাডা ও আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসেছেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। আগামী জানুয়ারি মাসে লেবাননের রাজধানী বেইরুটে আন্তর্জাতিক কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেই কমরেড মুখার্জীর এই সফর। এই পর্যায়ে তিনি র‍্যামসে ক্লার্কের সাথেও আলোচনা করে এসেছেন। নভেম্বর মাসেই তিনি যাবেন জার্মানি ও সিরিয়ায়। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান জানিয়েছে বেইরুট সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধি যোগ দেবেন।

২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস সলিডারিটি কোঅর্ডিনেটিং কমিটি' গঠিত হয়। আমেরিকার ভূতপূর্ব অ্যাটর্নি জেনারেল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব র‍্যামসে ক্লার্ক সভাপতি হিসাবে এবং অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের অন্যতম সহ সভাপতি, এস ইউ সি আই নেতা কমরেড মানিক মুখার্জী সাধারণ সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন।

গণদাবীর পাঠকরা ইতিপূর্বেই জেনেছেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে ভেনেজুয়েলায় ল্যাটিন আমেরিকার পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কমরেড মানিক মুখার্জীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি হুগো স্যাভেজের সোস্যালিস্ট পার্টিকে ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সদস্য হতে ও বেইরুট সম্মেলনে যোগ দিতে আবেদন জানান। তারা কমিটির সদস্য হবে এবং সম্মেলনে যোগ দেবে বলে জানিয়েছে। এ ছাড়াও ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ডঃ কারালুস উইমার ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কাজ করতেও সম্মতি জানিয়েছেন।

১০-১২ অক্টোবর কানাডার টরোন্টোয় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ফর ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড সলিডারিটি উইথ সোভিয়েট পিপল' সংগঠনের আন্তর্জাতিক কাউন্সিল সভা। ২০০১ সালে এই সংগঠনের প্রথম বিশ্ব-

দুয়ের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটির সভাপতি র‍্যামসে ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর নিউইয়র্কের বাসভবনে গত ১৮ অক্টোবর আলোচনারত কমরেড মানিক মুখার্জী

সরকার বলছে বিশ্বসংকটের প্রভাব ভারতে পড়ছে না

বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার মানুষ

দিল্লিতে ইউ পি এ সরকার ও কংগ্রেস নেতারা বৈঠক করছেন আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিন স্থির করার জন্য। বিশ্বপুঁজিবাদী দুনিয়ার আর্থিক সংকটের প্রভাব এদেশের ওপর কতটা পড়বে ও তার গতিপ্রকৃতি কী হবে তা হিসাব করেই তাঁরা আগামী নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির করবেন বলেই সংবাদে প্রকাশ। "সংকট মোকাবিলায়" ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্দার মধ্যেও বিমানশিল্পের মুনাফা অটুট রাখার জন্য বিমানের জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস, ইস্পাত শিল্পে রপ্তানি কর ও অন্যান্য করে ছাড়, বিমা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ২৬ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে। সরকার জানে শেয়ারবাজার থেকে বিদেশি পুঁজির পলায়ন এদেশে ডলারের ভাণ্ডারে টান ধরিয়ে সংকটকে বাড়াচ্ছে। তাই বিমা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ বাড়িয়ে সরকার হাতে ডলার পেতে চাইছে। এই সুযোগে যে বিদেশি পুঁজি আসবে তাও পালাতে পারে, এও কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা নয়। কিন্তু অত দীর্ঘমেয়াদী ভাবনার সুযোগ পুঁজিবাদের নেই। তার আজকের সংকট হল, কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষায়, "এবেলা ওবেলার সংকট"। আপাতত একচেটিয়া শিল্পপতিদের মুনাফা অটুট রাখাই তার উদ্দেশ্য। সরকারের এই সব পদক্ষেপ থেকেই পরিষ্কার বিশ্বপুঁজিবাদী সংকটের কুফল এদেশের জনগণের ঘাড়ে পড়ছে ও তা শাসক দলের পক্ষে সুখকর হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই এই কুফল দেখা দিতে শুরু করেছে, মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় জনজীবন বিপর্যস্ত। সংকট মোকাবিলার নামে সরকার ব্যাঙ্ক থেকে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা বাজারে ছেড়েছে। এমনিতেই টাকার জোগান বেশি ছিল, যা মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তার ওপর এত বাড়তি টাকা আরও বাড়াবে জিনিসের দাম। সাথে সাথে হাজার হাজার কর্মচারীর মাথায় ঝুলছে ছাঁটাইয়ের খড়্গ।

নির্লজ্জের মতো মিথ্যা বলে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থমন্ত্রী রোজই বলছেন ভারতের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত, বিশ্ব সংকটের ধাক্কা খুব

তিনের পাতায় দেখুন

কানাডায় ‘সোভিয়েত জন-সংহতি সমিতি’র সম্মেলন

একের পাতার পর

কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় ২০০৫ সালে। তখন থেকেই কমরেড মানিক মুখার্জী এই সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য। এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন সমাজতন্ত্রের জন্য সারা জীবন সংগ্রামী কমরেড মাইকেল লুকাস, ৮২ বছর বয়সেও যিনি সদা উদ্যমী। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ওই দেশের সংগ্রামী জনগণকে সহায়তা করা। এই লক্ষ্য নিয়েই মাসিক পত্রিকা ‘নর্থস্টার কম্পাস’ প্রকাশ করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, রাশিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিশ্বের ৭৮টি দেশে এই পত্রিকা পঠিত হয়। ‘সোভিয়েত জনসংহতি সমিতি’ও নানা নামে কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, স্লোভানিয়া, ইটালি, চিলি ও ব্রিটেনে গড়ে উঠেছে। চেয়ারম্যানের প্রতিবেদনে এই সব তথ্য জানিয়েছেন মাইকেল লুকাস। এ বারের কাউন্সিল সভা উপলক্ষে রাশিয়া, ইউক্রেন, ব্রাজিল, চিলি, তুরস্ক, উত্তর কুর্দিস্তান, বাইলোরুশিয়া, চেক রিপাবলিক, সেনেগাল, উত্তর আয়ার্ল্যান্ড ও ইরান থেকে আগত নতুন প্রতিনিধিদের তিনি স্বাগত জানান।

জর্জিয়াকে ন্যাটোভুক্ত করার মার্কিন পরিকল্পনা শিকেয় উঠেছে

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি কেবল জটিল ও বিপজ্জনক নয়, একই সাথে তা বিশ্বের প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির কাছে তাদের সংগ্রামকে আরও সুসংহত করার সুযোগও সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় আবার যাতে সোভিয়েট জনগণ শান্তির দুর্গে পরিণত হতে পারে এবং আমেরিকা-ন্যাটোর ফ্যাসিবাদী অভিযানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, সে জন্য তাদের সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মৈত্রী সমিতি বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

আজ আর সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই। তার স্থানে রাশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে জন্ম নিয়েছে শোষণমূলক নগ্ন পুঁজিবাদী শাসন, যাদের সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমবর্ধমান, ফলে মার খাচ্ছে গোটা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণ।

কিন্তু বিশ্বের দেশে দেশে আবার প্রতিবাদ-ধর্মঘট-বিক্ষোভ মাথা তুলছে। বহু দেশে মুক্তি সংগ্রাম চলছে, কোথাও তা সফল হয়েছে এবং বিশ্বের অন্যত্র সংগ্রামী মানুষের সামনে তা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন-ন্যাটো বাহিনীর ধ্বংসকাণ্ডের পাশাপাশি জর্জিয়ায় সংঘর্ষের ঘটনা ও তার কারণগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত সাম্প্রতিক বিষয়।

আমরা জানি, জর্জিয়াকে ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। কিন্তু রাশিয়ার হস্তক্ষেপের পর তা চাপা পড়েছে। যদিও মার্কিন-ন্যাটো চক্র তা মুখে স্বীকার করছে না। এর অর্থ হচ্ছে জর্জিয়া যদি ন্যাটোয় যোগ না দেয় তবে ইউক্রেনকে এ নিয়ে দু’বার ভাবতে হবে। এই কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী দেশকে ন্যাটো চক্রে যুক্ত করার মার্কিন পরিকল্পনা আপাতত শিকেয় উঠেছে।

সোভিয়েট জনগণের কাছে এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসাবে দেখা দিতে পারে, যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি বাড়িয়ে শুধু ন্যাটোর বিরুদ্ধেই নয়, রাশিয়া, ইউক্রেন ও জর্জিয়ার বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা ঘটায়।

১৯৯২ সাল থেকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা পূর্বতন সোভিয়েট ভূখণ্ডের ভিতরে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ককেশাস অঞ্চল। কারণ কাস্পিয়ান সাগর উপকূলবর্তী তেলসমৃদ্ধ অঞ্চল-গুলি থেকে তেল নিয়ে আসার পাইপলাইন এই অঞ্চলেই রয়েছে। এই অঞ্চলে আসতে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সময় লাগবে মাত্র এক ঘণ্টা।

মাইকেল লুকাস বলেন, তাঁর মতে ন্যাটো-জর্জিয়ার পক্ষ থেকে দক্ষিণ ওসেটিয়ায় আগ্রাসন চালানোর পিছনে অন্য একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে; তা হচ্ছে, পূর্বতন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলির এইসব বিশ্বাসঘাতক নেতারা, যারা ‘স্বাধীনতা’ ঘোষণা করেছে, তাদের মদত দেওয়া, যাতে এইসব অঞ্চলের জনগণ, যারা একদা সোভিয়েট জনগণ রূপে ঐক্যবদ্ধ ছিল, তাদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গা খুঁচিয়ে তোলা যায়। এর দ্বারা চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এই জনগণের মধ্যে সোভিয়েটের পুনর্জন্মের কোনও চিন্তা এসে থাকলে তার সমাধি ঘটানো যায়।

রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বও এই ঘটনার জন্য দায়ী। এরাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বেচ্ছায় দরজা খুলে দিয়েছিল। আজ যখন জনগণ ‘পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের’ আসল চেহারা ধরে ফেলছে, তখন এই নেতারা সেই জনগণকে খুশি করার চেষ্টা করছে।

রাশিয়া থেকে প্রতিনিধিত্বকারী কমরেড ভিক্টর বুরজেরভ পূর্বতন সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির ওপর লিখিত ভাষণে রাশিয়ার বর্তমান শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীকে ‘মুৎসুদ্দি’ বুর্জোয়া বলে ব্যাখ্যা করেন। এই লেখাটি নর্থস্টার কম্পাসে প্রকাশ করার প্রস্তাব উঠলে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, বর্তমান রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ‘মুৎসুদ্দি’ রূপে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। এই লেখা প্রকাশ পেলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। লুকাস বলেন, মানিক মুখার্জীর আপত্তি বিবেচনায় রেখেই লেখাটি ‘বিতর্কমূলক’ আলোচনা হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। মাইকেল লুকাস বেইরুট সম্মেলনে যোগ দেবেন।

পোল্যান্ডের ডঃ স্পিগনিয়ে ভিক্টর চীনের বর্তমান সমাজতন্ত্রের উপর একটি ‘পেপার’ পেশ করেন। মানিক মুখার্জীর সাথে আলোচনার পর পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও চিলির প্রতিনিধিরা বেইরুট সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন।

সমিতির তৃতীয় কংগ্রেস চিলিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ
বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলন

প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা, বৃত্তি পরীক্ষা ও জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ চালু করা, শিক্ষকদের মাস পয়লা বেতন প্রদান, কেন্দ্রীয় হারে বেতন কাঠামো অবিলম্বে চালু করা, শিক্ষাদান ব্যাহত করে শিক্ষকদের অন্য কোনও সরকারি কাজ না করানো ইত্যাদি দাবিতে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৩৫তম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৫ অক্টোবর বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা। সম্মেলনে লক্ষ্মণ কুমার দাসকে সভাপতি ও মোসাব্বর হোসেনকে সম্পাদক করে ২৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর থানার ধসপাড়া সুমতিনগর-২ পঞ্চায়েত এলাকার এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড মৃণালকান্তি দাস ১৮ অক্টোবর ৪৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৭৯ সালে কমরেড মৃণালকান্তি পার্টির সান্নিধ্যে আসেন। চরম দারিদ্র, তীব্র পারিবারিক প্রতিকূলতা, নানা প্রলোভন — সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি আমৃত্যু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি অবিচল ছিলেন।

অনাহার-অপুষ্টির কারণে তিনি টিবিতেও আক্রান্ত হয়েছেন, একসময় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তাঁকে আক্ষরিক অর্থেই গাছতলায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কখনও আপস করেননি, সুবিধা আদায়ের হীন পথে কখনও হাঁটেননি।

পার্টির সংগঠন বৃদ্ধির বিষয়টি সর্বদা তাঁর চিন্তায় থাকত। কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাগুলিকে তিনি সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারতেন — এমন নয়; কিন্তু একটি একটি করে ছাত্র ও তরুণকে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতেন এবং তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। পার্টির শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান সংগ্রামী কর্মীকে হারাল।

২ নভেম্বর সুমতিনগরে নন্দের বাজারে কমরেড মৃণালকান্তি দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির জেলা নেতৃত্বের পক্ষে কমরেড প্রীতীশ কর এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ প্রয়াত কমরেডের জীবনসংগ্রামের দিকগুলি তুলে ধরেন।

কমরেড মৃণালকান্তি দাস লাল সেলাম

মালদা
মোটরভ্যান চালকদের জেলা সম্মেলন

২২ সেপ্টেম্বর মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দ্বিতীয় মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন থানা থেকে সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালক উপস্থিত হন। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের রাজ্য সহ সভাপতি ও মালদা জেলা সভাপতি কমরেড গোপাল নন্দী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এবং রাজ্য সহ সম্পাদক কমরেড জৈমিনী বর্মন। মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স প্রদান, জীবনবিমা চালু, প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু ইত্যাদি দাবিতে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড আব্দুস সামাদ।

প্রসঙ্গত, জেলায় দীর্ঘদিন ধরে মোটরভ্যান চালকেরা নির্যাতনের শিকার। অযথা গাড়ি ধরপাকড়, মাসে মাসে বেআইনি তোলা আদায়, যখন-তখন গাড়ি চালানো বন্ধ করে দেওয়া — এই ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মোটরভ্যান চালকদের সংগঠিত করে জেলার শ্রমিক নেতা কমরেড গোপাল নন্দীর নেতৃত্বে প্রায় ১৬০০ মোটরভ্যান চালক মিছিল সহকারে জেলা প্রশাসনের সদর দপ্তর এবং এস পি অফিস ঘেরাও করেন। তারপর থেকে অত্যাচার এবং গাড়ি ধরে কেস দেওয়া অনেকটাই বন্ধ হয়েছে। কিন্তু মোটরভ্যান চালকদের বৈধ লাইসেন্স যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন গাড়ি বেআইনি — এই অজুহাতে গাড়ি চালানো বন্ধ করে দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তাই প্রস্তাবের সমর্থনে সকল বক্তাই মোটরভ্যান চালকদের অবিলম্বে বৈধ লাইসেন্স দিতে হবে বলে দাবি জানান।

কমরেড গোপাল নন্দীকে সভাপতি, কমরেড আব্দুস সামাদকে সম্পাদক এবং কমরেড তাপস চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

রেশনে দুর্নীতি
বজবজ ২নং ব্লকে ডেপুটেশন

গত বছরে আন্দোলনের চাপে রেশন ডিলাররা কেরোসিন সহ আত্মসাৎ করা বিভিন্ন রেশন সামগ্রীর জন্য জনসাধারণকে ক্ষতিপূরণ দিলেও বজবজ ২নং ব্লকের অন্তর্গত বেশিরভাগ ডিলার আজও কেরোসিন ও রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ করেই চলেছে। ১৮ অক্টোবর এই ব্লকের বুড়ুল গ্রামসভার নলদাঁড়ি হাটের রেশন ডিলার (এম আর নং ৩৮) কোনও এক সপ্তাহে মাথাপিছু ৮৫০ গ্রাম গমের বরাদ্দ থাকলেও ৫০০ গ্রাম করে গম দিলে, তার প্রতিবাদে জনসাধারণ রেশন দোকানে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে হটাতে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে।

ব্লকের ৫১ জন ডিলারের মধ্যে শুধু সেখ রমজান-ই নয় বহু ডিলার গম কম দিয়েছে। ধরা পড়ে তারা পরের সপ্তাহে বাকি গম দেবে বলে মুচলেকা দিয়েছে।

রেশন নিয়ে এই দুর্নীতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই বাওয়ালি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ২৭ অক্টোবর বজবজ ২নং ব্লকে ডেপুটেশন দেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রায়পুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড তাম্রধ্বজ আদক, বজবজ ২নং ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ (বিদ্যুৎ ও শিল্প) কমরেড বাসুদেব কাবড়ী, গজা গ্রামসভার প্রধান কমরেড ভবেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কমরেড উত্তম পাল, পঞ্চায়েত সদস্য কমরেড আভা পাল, কমরেড নহিমা বিবি, কমরেডস্ আসগার আলি, সুনীল পাল প্রমুখ। প্রতিনিধিরা অজানা রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসায় সীমাহীন সরকারি গাফিলতির প্রতিবাদ করেন। বিডিও রেশন নিয়ে দুর্নীতি ও অজানা রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসায় অবহেলার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারদের শোকজ করা হবে। রেশন সামগ্রী বন্টনের জন্য একটা কমিটি করা হবে। স্থানীয় হাসপাতাল যাতে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা করে তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

সমাজ যখন উৎপাদিকা শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না, তার মৃত্যুঘণ্টা বাজে

একের পাতার পর

বড় ধরনের হবে না। এদিকে শেয়ার বাজারে ধস চলছে লাগাতার, বাজারে টাকার জোগান বাড়ছে, হাজার হাজার ছাঁটাইয়ের কথা বলছে বণিকসভার শিরোমণিরা, বাজারে ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমছে, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম অর্ধেকেরও কম হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক বর্ধিত মূল্য কমাতে চাইছে না। জনগণকে বাড়তি দাম ও বর্ধিত পরিবহনের ভাড়া গুণতে হচ্ছে, অথচ বিমান পরিবহন শিল্পের মালিকদের মুনাফার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার বিমানের তেলের দাম কমিয়েছে। গণপরিবহনে ব্যবহৃত ডিজেল বা পেট্রোল ও রান্নার গ্যাসের বর্ধিত দাম তারা বজায় রেখেছে বাড়তি কর আদায়ের ও একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থে।

সংবাদপত্রের যেসব 'বিশেষজ্ঞ', এ দেশে আর্থিক সংকটের ছায়া পড়েছে এ কথা অস্বীকার করতে পারছেন না, তাঁদের একটা অংশ বলছেন আমাদের দেশের সংকটের প্রকৃতিটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়। ওই দেশে সংকট শুরু হয়েছিল টাকাকড়ির বাজারে তারপর তার কুফল উৎপাদনমূলক অর্থনীতিতে পড়ছে। আমাদের দেশে নাকি সংকটের চেহারাটা উল্টো। এখানে সংকটটা শুরু হয়েছে উৎপাদনমূলক অর্থনীতিতে তারপর প্রভাব পড়ছে শেয়ারবাজার প্রভৃতি টাকাকড়ির বাজারে। কথাটা সত্য নয়, কারণ মার্কিন অর্থনীতিতেও শুরুটা হয়েছে উৎপাদনমূলক অর্থনীতি থেকেই। উৎপাদনমূলক শিল্পগুলিতে মন্দা এবং বিপুল ছাঁটাই ও অস্বাভাবিক বেকার বৃদ্ধির ফলেই সে দেশে সংকট দেখা দিয়েছে। ৩০ অক্টোবর সংবাদে প্রকাশ, গত এক বছরে আমেরিকায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছেন। গত আগস্টে ৭৮,০০০, সেপ্টেম্বরে ১,৫৯,০০০ কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে, অক্টোবরে ছাঁটাইয়ের পরিমাণ আনুমানিক ২ লক্ষ। আমেরিকার এই সব কোম্পানির ভারতীয় শাখাও ছাঁটাইয়ের আওতার বাইরে নয়। ৩১ অক্টোবরের খবর, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্ক ২০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করবে, এই ব্যাঙ্কের ভারতীয় শাখাগুলিতেও ছাঁটাই হবে। ইতিমধ্যেই হিউলেট প্যাকার্ড, আই বি এম, পেপসিতে কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে। রপ্তানি বাজার মন্দা হওয়ায় ইস্পাত, খনিশিল্পে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা। এ ছাড়াও শেয়ারবাজারে অস্বাভাবিক ধসের ফলে বহু ক্ষুদ্র শেয়ার ক্রেতার বিপুল ক্ষতি হয়েছে।

এবারের চরম অর্থনৈতিক সংকটের একটা নতুন দিক অনেকেরই চোখে পড়ছে। তা হল, কেবল সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরাই নয়, আই টি, মিউচুয়াল ফান্ড, বি পি ও প্রভৃতি তথাকথিত 'উদীয়মান' অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চাকরিরত তুলনামূলকভাবে মোটা মাইনের কর্মচারীরাও ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় প্রহর গুণছেন। এঁদের একটা বড় অংশই বুর্জোয়াদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করেছিলেন, আন্দোলন ধর্মঘটের ফলেই বোধহয় অর্থনীতি এগোতে পারছে না। কঠোর হাতে শ্রমিক আন্দোলন দমন করলে ও বেসরকারীকরণ করলেই বেসরকারী মালিক ও পেশাদার পরিচালকদের দক্ষ পরিচালনায় শিল্পে কোনও সংকট থাকবে না। অর্থনীতি তরতরিয়ে এগোবে। অথচ ঘটনা ঘটেছে ঠিক উল্টো। জেট এয়ার লাইন্সে ছাঁটাইয়ের কথা উঠতেই যাঁরা কোনদিন পথে নেমে আন্দোলন করেননি তেমন কর্মচারীদের পথে নামতে হল চাকরি রক্ষার তাগিদে। জেটের মালিক পরম দয়ার প্রতিভূ হয়ে বললেন, জেট এয়ারলাইন্সের কর্মচারীদের চোখের জল তিনি দেখতে পারেন না, তাই ছাঁটাই হবে না। তবে সকলের বিপুল হারে মাইনে কমানো হবে। ছাঁটাই না করে বেতন কমিয়ে সংকট সামলাবার কথা কেন্দ্রীয় সরকারও বলেছে। অনেকটা সেই বোস্টোম বাড়িতে চোর পড়ার কাহিনির মতো। চোর ধরে বোস্টমের ছেলেরা যখন বেধড়ক মারছে তখন চোর কেঁদে পড়লো গৃহকর্তার পায়ে। গৃহকর্তা খাঁটি বৈষ্ণব। তিনি কাতর স্বরে বললেন, ওরে চোরও কৃষ্ণের জীব ও-কে মারিসনি, হাত পা বেঁধে পাতকুয়োয় ফেলে দে। এটা কিন্তু হাসির গল্প নয়, শাসকদের চিন্তায় দয়ার ও মানবতার এটাই নমুনা। খ্রিস্ট ধর্মে রক্তপাত নিষিদ্ধ, তাই মধ্য যুগে গির্জার শাসনে ইউরোপে বাইবেলবিরোধীদের রক্তপাত না করে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হত। মালিকরাও বেশ কিছু কর্মচারীকে ছাঁটাই না করে সকলের বেতন কমিয়ে নিজেদের কড়ি পূরণ করে নেবে। কর্মচারীরা খাবে কী তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।

এতো গেল সংকটের ফলাফল, কিন্তু বিমান শিল্পে সংকট কেন? কারণ উৎপাদনমূলক শিল্পে সংকট। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়লে তবে না মানুষ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিমানে যাতায়াত করবে। কর্মচারীদের বেতন বেশি হলে তবে না তারা রেলের বদলে বিমানে ভ্রমণ করবে। উৎপাদনমূলক শিল্প যেমন, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিমেন্ট, খনি ইত্যাদিতে উৎপাদন কমলে রেলে মাল চলাচলও কমবে। ওয়াগন শিল্পে, ইস্পাত শিল্পে অর্ডার কমবে। বাস্তবে পরিবহন, ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি পরিষেবামূলক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও গৃহনির্মাণ, পরিকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন তখনই বাড়ে যখন কৃষি ও মূল শিল্পের বিকাশ হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই জায়গায় টান ধরেছে। নয়া আর্থিক নীতিতে বলা হয়েছিল রপ্তানি নির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের কথা। বিশ্বায়নের জন্য দরজা খুলে দিয়ে, বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি আমদানি করে সস্তা শ্রমশক্তির ওপর নির্ভর করে কম উৎপাদন খরচের সুযোগে বিশ্ববাজার দখল করার কথা বলা হয়েছিল। দেশের শিল্প ও কৃষি উৎপাদনকে রপ্তানিমুখী করে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। বিশ্বায়নের প্রচারকরা বলেছিল, আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর, অর্থাৎ দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে অর্থনীতির বিকাশের কথা বলা আসলে পশ্চাদপদ চিন্তা এবং তা সমাজতন্ত্রের জের টেনে চলা। আভ্যন্তরীণ বাজারে ওপর নির্ভর করে শিল্পবিকাশের পুঁজিবাদী ধারণার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পার্থক্য মৌলিক। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাজার বাড়াবার ক্ষমতা আজ আর অনিরসনীয় সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদের নেই। তাই বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই তারা রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির কথা বলছে। কিন্তু অর্থনীতি রপ্তানিনির্ভরই হোক, আর আভ্যন্তরীণ বাজার নির্ভরই হোক, যেহেতু দুটোই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাই পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সংকট থেকে তা মুক্ত থাকতে পারে না। বাস্তবে আজ কী দেখা যাচ্ছে?

দেখা যাচ্ছে, মার্কস যা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। সমাজবিকাশের মূল নিয়মটি আবিষ্কার করে মার্কস দেখিয়েছিলেন, সংকটগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা দেওয়ার যে চেষ্টাই করুক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে সমাজের উৎপাদিকা শক্তির নিরন্তর বিকাশ ঘটে কিন্তু উৎপাদন সম্পর্ক যখন নতুন উৎপাদিকা শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না তখনই তার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজে। পুঁজিবাদেরও আজ মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফার স্বার্থেই কলকারখানায় আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে, ফলে উৎপাদিকা শক্তি নিরন্তর বাড়ছে কিন্তু শোষণের ফলে তদনুপাতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, অর্থাৎ বাজার বাড়ছে না। বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদকে বাঁচাতে পুঁজিবাদী পণ্ডিতরা যে দাওয়াই দিয়েছেন তা অনুসরণ করে এসেছে ঋণনির্ভর বিকাশের ধারণা। সরকার ঋণ করছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা, যা দিয়ে সরকার নিজে ক্রেতা হয়ে বসছে। কিনছে সামরিক উৎপাদন বা পরিকাঠামো উন্নয়নে, গ্রামোন্নয়নের নামে টাকা ঢেলে কৃত্রিমভাবে বাজার বাড়াবার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ক্রেতাদের বলছে ধার করে ঘি খাও। কিস্তিতে কেনো ফ্রিজ, টিভি, মোটরগাড়ি,মোটর সাইকেল, বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি যা যা চাই। মাইনেতে না কুলোলে ক্ষতি কী? সামনের মাসে কিস্তির টাকা দিলেই হবে। কিস্তি ফেল করলে কী হবে? যা হয়েছে আমেরিকায়, তাই হবে। কিন্তু আমাদের দেশ আমেরিকা নয়। এখানে ধার করে কেনার ক্ষমতাও মুষ্টিমেয় মানুষের। তাই সংকটটা আসছে অন্য পথে। সরকার সরে গেলে আমাদের দেশের পুঁজিবাদ তাসের ঘরের মতো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। ১৯৯১ সালে নয়া আর্থিক নীতি ও বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় দেশের অর্থনীতির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ যতটা আলগা করা হয়েছে তাতেই নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। একজন 'বিশেষজ্ঞ', তিনি আবার থাকেন ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে, তিনি লিখে দিলেন, সংকট তো হবেই কারণ দেশের সকল মানুষের পকেটে ক্রেডিট কার্ড। দেদার ধারে ভোগ্য পণ্য কিনছে লোকে। অথচ ভারতবর্ষের প্রায় একশো দশ কোটি মানুষের মধ্যে একশো কোটিরই বেশি মানুষের ক্রেডিট কার্ড নেই। কোটি কোটি মানুষ জানেই না ক্রেডিট কার্ড কেমন দেখতে। সরকারি আশ্বাসে ভরসা রেখে সামান্য মজুরিতে বছরে একশো দিন কাজ পাওয়ার অলীক আশায় দিন গুণছে দশ কোটি ভূমিহীন খেতমজুর। এই হল দেশের মানুষের অবস্থা।

বলা হচ্ছে, ধারের ওপর ভরসা করে তো অর্থনীতি চলতে পারে না। তাই আমাদের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে হবে। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়লে মালিকদের লাভ অটুট থাকবে, কারণ কম শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করা যাবে। কিন্তু সংকুচিত বাজারে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ার অর্থ হলো ছাঁটাই। কারণ লাগাতার মোট উৎপাদন বাড়াবার রাস্তা বন্ধ। ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে টাটার ইস্পাত কারখানায় উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে বলেই উৎপাদন বেড়েছে ৫ গুণ, অথচ কর্মসংস্থান কমেছে ৪৪ হাজার। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিতে ৭০ দশকের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে ১৩ গুণ, অথচ চটকলগুলিতে হাজার হাজার ছাঁটাই হয়েছে, লে-অফ হয়েছে। কর্মহীনতার এই বিপুল বোঝার ওপর বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বসংকটের ধাক্কায়, আগামী দিনে শিল্পসংস্থাগুলিতে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ শ্রমিক ছাঁটাই হবে বলছে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়। একই কথা বলছেন, অ্যাসোচ্যামের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শিল্পপতি সজ্জন জিন্দাল।

বলা হচ্ছে, মন্দার ফলে বাজারে দাম কমছে, টনপ্রতি লোহার দাম বিশ্ববাজারে ১৪৫ ডলার থেকে নেমে ৬৫ ডলার হয়ে গিয়েছে, ফলে টাটা স্টিল সহ দেশের ইস্পাত কারখানাগুলি প্রবল সংকটের সামনে পড়েছে। আবার বলা হচ্ছে ইস্পাতের দাম বেড়ে যাওয়ায় মোটর গাড়ির দামও বেড়ে যাবে। বলা হচ্ছে, লোহা, সিমেন্ট ইত্যাদির দাম কমে যাচ্ছে। তাহলে তো আবাসন শিল্পে জোয়ার আসার কথা কিন্তু তা ঘটছে না। ভারতবর্ষে ফ্ল্যাটবাড়ির খদ্দের ধরতে বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে 'ফ্ল্যাট কিনলে ন্যানো গাড়ি ফ্রি'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি ডানকুনি আবাসনের ২৫০ ফ্ল্যাট অবিক্রিত পড়ে আছে। কাগজেকলমে দাম কমছে কিন্তু খোলাবাজারে দাম কমছে না। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশে উৎপাদন থেকে পাইকারি বাজার হয়ে খুচরো বাজার পর্যন্ত একচেটিয়াদের খপ্পরে চলে গিয়েছে। টাটাই খনি থেকে লোহার আকরিক তুলছে, নিজের কারখানায় তা থেকে ইস্পাত বানাচ্ছে আবার নিজেই খুচরো বিপণন করছে। যার ফলে মালিকদের লাভ বাড়ছে ছাড়া কমছে না। বাজারে মন্দাজনিত কারণে লাভ কমার লক্ষণ দেখা দিলেই তারা কর ছাড় আদায় করছে, শিল্পের আধুনিকীকরণ করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াচ্ছে। তারপরই ছাঁটাই করে লাভ বজায় রাখছে। বিশ্বায়নের আওতায়, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিষেবা, পরিকাঠামো ও আবাসন, তথাকথিত উদীয়মান এই চারটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিকাশ ও সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছিল। সংবাদে প্রকাশ, সেই চারটি ক্ষেত্রেই মন্দার আঘাত সবচেয়ে বেশি। প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে মন্দার আঘাত কত গভীর হবে তা তাঁর জানা নেই। সাফাই গাইতে তিনি বলেছেন, "এই মন্দার জন্য আমরা দায়ী নয়, এটা আমরা তৈরি করিনি।" কিন্তু "আমরা করিনি" বলে নাকখত দিলেই অপরাধ স্খালন হবে না। যে পুঁজিবাদ এই সংকটের জন্মদাতা, মনমোহন সিং তারই রক্ষক। পুঁজিবাদের সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে সমাসীন। কাজেই 'আমরা এর জন্মদাতা নয়' বলে বিশ্ব অর্থনীতির সংকটের দোহাই দিলেই ভারতের পুঁজিবাদী শাসকেরা রেহাই পেতে পারে না।

বলা হচ্ছে, আমাদের দেশের অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে উদারীকরণ না থাকায় ভারতবর্ষে সংকট কম। বলছেন কারা? যাঁরা একথা বলছেন তাঁরাই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বলেছেন এদেশে যতটুকু সরকারি নিয়ন্ত্রণ আছে সেটাই অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতিকে বাধা দিচ্ছে। কাজেই আরও দ্রুত সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাঁধন শিথিল করতে হবে। এখন তাঁদের অনেকেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকাটাকে আশীর্বাদ বলে মনে করছেন। অথচ সরকার এখন বিমা শিল্পে বিদেশি পুঁজির প্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত করছে দেখেও তাঁরা কমবেশি নীরব। সি পি এম, সি পি আই এতদিন এর 'তীব্র বিরোধিতা' করলেও এখন প্রায় চুপচাপ মেনে নিচ্ছে। আসলে ভারতবর্ষে যেটা চলছে তা হল সরকার নিয়ন্ত্রিত উদারীকরণ। সরকারই বিদেশি পুঁজির কাছে দেশের অর্থনীতির দরজা খুলে দিচ্ছে। সরকারই শিক্ষা স্বাস্থ্য বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তারাই সংকটের আঘাতকে তীব্র হতে সাহায্য করছে। পুঁজিবাদী সংকটের বোঝাটা সরকার সইয়ে সইয়ে জনগণের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। পুঁজিবাদ, সরকার নিয়ন্ত্রিতই হোক, আর পুরোপুরি বাজার নিয়ন্ত্রিতই হোক, শ্রমিক সাধারণ মানুষের দুর্দশার তাতে খুব একটা কমবেশি হয় না। অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে ছাঁটাইটা মালিকের স্বার্থেই হয়, মালিকের স্বার্থেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। আর তাকেই অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম বলে চালায় একদল 'বিশেষজ্ঞ'। সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলে মালিকের স্বার্থের ওপর সরকারি মঞ্জুরির একটা সীলমোহর লাগে। বেকারি, বেতন ছাঁটাই ও মূল্যবৃদ্ধির আগুনে সাধারণ মানুষকেই পুড়তে হয়, সে মূল্যবৃদ্ধি সরকারি আদেশেই হোক আর বাজারের নিয়মেই হোক। একটি প্রবাদ আছে, মাখন কিংবা ঘি, যা দিয়েই ভাজা হোক না কেন মাছের তাতে কিছু যায় আসে না। পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে ততদিন ঘুরে ফিরে আসবে সংকট। একটা সংকট যাবে আসবে নতুন সংকট। তাই মুক্তিকামী মানুষের প্রশ্ন হল, কতদিন পুঁজিবাদ থাকবে? মার্কসবাদের শিক্ষা হল, নিছক সংকটের চাপে পুঁজিবাদ ভেঙে পড়বে না। যতদিন শ্রমিক মেহনতি মানুষ আদর্শগতভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী তত্ত্বকে অবলম্বন করে সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ না করছে, ততদিন সমাজের বুকে ক্যান্সারের মতো পুঁজিবাদ থাকবে। তাই বার বার ঘুরে ফিরে আসা সংকটের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ।

শ্রেণীবিরোধের অনিরসনীয়তা থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব

ভি আই লেনিন

মহান নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বে প্রথম সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার দিকে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছিল, মানব-ইতিহাসে তার ভূমিকা সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের ফলে শেষ যে হতে পারে না এবং হয়ে যায়নি, আজকের সমাজ-বাস্তবতা বারবার তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের ও শিক্ষার ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের সময়ে আজ আবার অনুভব করছে ভারত সহ বিশ্বের সংগ্রামী মানুষ। এই পরিস্থিতিতে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৯১তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা মহান লেনিনের দিকনির্দেশকারী রচনা 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এর একটি অংশ প্রকাশ করছি। নভেম্বর বিপ্লবের আগে ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে লেনিন এই রচনাটি প্রকাশ করেন। তিন কিস্তিতে লেখাটি প্রকাশিত হবে। টীকা রচনার শেষে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান কালে মার্কসের মতবাদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে, মুক্তিসংগ্রামরত নিপীড়িত শ্রেণীদের অন্যান্য চিন্তানায়ক ও নেতাদের মতবাদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের গতিপথে বারবার সেটাই ঘটেছে। মহান বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়ক শ্রেণীরা তাঁদের ক্রমাগত নির্যাতন করে, তাঁদের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ ও হিংস্র ঘৃণা প্রকাশ করে এবং নির্বিচারে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার অভিযান চালায়। আর মৃত্যুর পরে এইসব বিপ্লবীদের নিরীহ দেববিগ্রহে পরিণত করবার, তাঁরা যেন 'সিদ্ধপুরুষ' ছিলেন, এমনভাবে চিত্রায়িত করবার চেষ্টা হয়ে থাকে; নিপীড়িত শ্রেণীদের 'সান্ত্বনা'র জন্য এবং প্রতারণার উদ্দেশ্যে এইসব বিপ্লবীদের নামের সাথে একটা জৌলুস জুড়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তাঁদের বৈপ্লবিক মতবাদের মর্মবস্তুকে ছেঁটে ফেলে তাকে নির্বীর্য খেলো করা হয়, বিকৃত করা হয়। তার বৈপ্লবিক তীক্ষ্ণতা ভোঁতা করে দেওয়া হয়। বর্তমান কালে বুর্জোয়ারা এবং মজুর আন্দোলনের অন্তর্গত সুবিধাবাদীরা মার্কসবাদ 'সংশোধনে'র কাজে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করছে। তারা মার্কসীয় শিক্ষার বৈপ্লবিক মর্মকেই পরিহার করছে, মুছে ফেলছে ও বিকৃত করছে; বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে যতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে মনে হয়, ততটুকুই মাত্র এরা প্রকাশ্যে তুলে ধরে ও জোর গলায় তার প্রশংসা করে। সব সোস্যাল-শভিনিস্টই' আজকাল মার্কসবাদী। একথা শুনে হাসবেন না। জার্মানির বুর্জোয়া অধ্যাপকরা, যাঁরা মাত্র গতকালও মার্কসবাদ উচ্ছেদের কাজে পারদর্শী ছিলেন, তাঁরাই আজকাল 'জাতীয় জার্মান' মার্কসের কথা ঘন ঘন বলছেন; আর যে মজুর ইউনিয়নগুলিকে এখন একটা পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ** পরিচালনার স্বার্থে চমৎকার সংগঠিত করা হয়েছে, তাঁদের মতে, মার্কসই নাকি ঐ মজুর ইউনিয়নগুলিকে শিক্ষিত করেছেন?

এই রকম অবস্থায় যখন ব্যাপকভাবে মার্কসবাদের বিকৃতি চলছে, তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের প্রকৃত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। এই জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা থেকে বহু দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হবে। দীর্ঘ উদ্ধৃতির ফলে অবশ্যই নিবন্ধ ভারাক্রান্ত হবে, এবং সাধারণের পক্ষে সহজপাঠ্য হবে না; কিন্তু তবুও দীর্ঘ উদ্ধৃতি বর্জন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের*** উদ্ভাবকদের সমগ্র মতামত ও সেই মতামতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠক যাতে স্বাধীনভাবে একটা ধারণা গঠন করতে পারেন, এবং বর্তমান কাউট্স্কিপন্থীদের হাতে সেইসব মতামতের যে বিকৃতি ঘটছে, কাগজে-কলমে তা যাতে সর্বসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, সেইজন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় রাষ্ট্রের কথা যেখানে আছে, সেই সমস্ত অংশই, অন্তত সর্বাপেক্ষা সার অংশগুলি যথাসম্ভব পুরোপুরি অবশ্যই উদ্ধৃত করতে হবে।

'পরিবার' ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামক এঙ্গেলসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ দিয়েই শুরু করা যাক। ১৮৯৪ সালে স্টুটগার্টে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূল জার্মান ভাষা থেকে উদ্ধৃত অংশ তর্জমা করে নিতে হবে; কারণ, রুশ ভাষায় এই গ্রন্থের বহু তর্জমা থাকলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব তর্জমা অসম্পূর্ণ, অথবা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

এঙ্গেলস তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্তসার দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ ''অতএব রাষ্ট্র বাইরে থেকে সমাজের উপর আরোপিত একটি শক্তি কোনওক্রমেই নয়; হেগেল বলেন, রাষ্ট্র 'নৈতিক বোধের বাস্তব রূপ', রাষ্ট্র 'যুক্তির প্রতিমূর্তি ও বাস্তব রূপ'। রাষ্ট্র তেমন কিছুই নয়, বরং সমাজের বিকাশের বিশেষ একটি স্তরেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে মানেই সমাজ সমাধানের অতীত একটা স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছে। এর অর্থ, মীমাংসার অতীত এক দ্বন্দ্বে সমাজ দুই পরস্পরবিরোধী শক্তিতে বিভক্ত — যে দ্বন্দ্ব নিরসনে সমাজ অক্ষম। বিভিন্ন শ্রেণী, যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পরস্পরবিরোধী, তারাই হচ্ছে সমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি যাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও গোটা সমাজকেই ধ্বংস করে ফেলতে না পারে, তারই জন্য এমন একটি শক্তির প্রয়োজন ঘটে যাকে আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত বলে প্রতীয়মান হয়; শ্রেণী-সংঘাতকে প্রশমিত করে 'শৃঙ্খলা'র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখাই হল যার উদ্দেশ্য; এই শক্তি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েও নিজেকে সমাজের উর্ধ্বে স্থাপন করে এবং ক্রমশ সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়; এই শক্তিই হচ্ছে রাষ্ট্র।''

রাষ্ট্রের অর্থ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের মূল ধারণা উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী-বিরোধ সমাধানের অসম্ভবপরতার ফল ও অভিব্যক্তি। যখন যেখানে ও যে-অনুপাতে শ্রেণী-বিরোধ বাস্তবে সমাধান করতে পারা যায় না, তখন সেই অবস্থায় ও সেই অনুপাতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অপরদিক থেকে এও বলা চলে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, শ্রেণীবিরোধ মীমাংসার অতীত।

ঠিক এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টির ব্যাপারেই মার্কসবাদকে বিকৃত করা হয়, বিকৃত করা হয় প্রধানত দুই দিক থেকে।

একদিকে, বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তারা, বিশেষভাবে পেটি-বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তারা, যেখানে শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম আছে কেবল সেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান, একথা অবিসংবাদিত তথ্যের চাপে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও তারা মার্কসকে এমনভাবে 'শোধন' করে হাজির করে, যাতে মনে হবে যে, রাষ্ট্র হল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি ঘটাবার একটি যন্ত্র বিশেষ। মার্কসের মতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি যদি সম্ভবই হত, তাহলে রাষ্ট্রের উদ্ভবই হত না, রাষ্ট্র স্বকীয় অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারত না। কিন্তু পেটিবুর্জোয়া এবং পণ্ডিতমূর্খ অধ্যাপক ও প্রচারকদের মতামত থেকে মনে হবে, রাষ্ট্র বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি ঘটায়। (এরা সৎ অভিপ্রায়ে মার্কসের উক্তির দোহাই পেড়ে তাদের এই মত জাহির করেন, মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে, শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করবার যন্ত্র; যে 'শৃঙ্খলা' শ্রেণীসংঘর্ষকে প্রশমিত করে এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ করে, সেই কায়েমি 'শৃঙ্খলা' প্রবর্তন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মতে শৃঙ্খলার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করা নয়; তাঁদের মতে, শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রশমিত করার অর্থ হচ্ছে শ্রেণীগুলির মধ্যে মিলমিশ করিয়ে দেওয়া, উৎপীড়কদের উৎখাত করার সংগ্রামের নির্দিষ্ট উপায় ও পদ্ধতি থেকে নিপীড়িত শ্রেণীদের বঞ্চিত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ১৯১৭ সালের বিপ্লবে* যখন রাষ্ট্রের আসল অর্থ ও ভূমিকার প্রশ্ন একটি ব্যবহারিক প্রশ্ন হিসাবে বিরাট আকারে দেখা দেয় এবং ব্যাপক ভিত্তিতে জনগণকে নিয়ে সেই প্রশ্নের আশু মীমাংসার প্রয়োজনও দেখা দেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই, সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি** ও মেনশেভিকরা' সকলেই — 'রাষ্ট্র' বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 'আপস-নিষ্পত্তি ঘটায়', এই পেটি-বুর্জোয়া মতবাদের কবলে সম্পূর্ণরূপে ঢলে পড়ে। এই উভয় দলের রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও প্রবন্ধ পেটিবুর্জোয়াদের 'আপস-নিষ্পত্তি'র এই তত্ত্বে একেবারে ভরপুর। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এই কথাটি কখনও বুঝতে পারবে না যে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শাসনযন্ত্র, যে শ্রেণী তার প্রতিপক্ষের (তার বিরুদ্ধ শ্রেণীর) সাথে আপস-নিষ্পত্তিতে আসতে পারে না। আমাদের সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা যে আদপেই সোস্যালিস্ট নয় (আমরা বলশেভিকরা এই কথা বারবার বলে এসেছি), সোস্যালিস্ট ঘেঁষা বুলি আওড়াতে অভ্যস্ত পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মাত্র, তার অন্যতম জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা।

অন্যদিকে 'কাউট্স্কিপন্থীরা' যেভাবে মার্কসকে বিকৃত করে, তা আরও সূক্ষ্ম ধরনের। রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আপসে মীমাংসা করা যায় না — 'তত্ত্বের দিক থেকে' তারা একথা অস্বীকার করে না; কিন্তু যে বিষয়টি তারা ভুলে যায় বা উপেক্ষা করে, তা হল এই ঃ মীমাংসার অতীত যে শ্রেণীবিরোধ, তারই ফলে যদি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়ে থাকে, রাষ্ট্র যদি সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত এমন এক শক্তি হয় যে শক্তি সমাজ থেকে নিজেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে, তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একটা সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতিরেকে নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় — শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তির যে যন্ত্র তৈরি করেছে এবং যার মধ্যে এই 'বিচ্ছেদ' মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই যন্ত্রের ধ্বংস ব্যতিরেকে নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা পরে দেখব যে, বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যা ঐতিহাসিক দিক থেকে মূর্ত রূপে বিশ্লেষণ করে মার্কস এই স্বতঃপ্রমাণিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। কাউট্স্কি যে ঠিক এই সিদ্ধান্তই 'বিস্মৃত হয়েছেন' ও বিকৃত করেছেন, আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা তা বিশদভাবে দেখাব।

সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ প্রতিষ্ঠান, জেলখানা ইত্যাদি

এঙ্গেলস লিখেছেন ঃ

''পুরাতন গোষ্ঠীভিত্তিক (উপজাতিক বা কৌলিক) সংগঠনের তুলনায় রাষ্ট্রের প্রথম পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, রাষ্ট্র তার প্রজাদের আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে।''

আমাদের কাছে এই রকম বিভাগ 'স্বাভাবিক' বলেই মনে হয়। কিন্তু ট্রাইব বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের পুরাতন কাঠামোর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলবার পরেই এই ধরনের বিভাগ দেখা দিয়েছে।

''(রাষ্ট্রের) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল একটা রাষ্ট্রীয় দমন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; এই শক্তি সশস্ত্র বাহিনীরূপে স্বয়ং সংগঠিত জনগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আর একাত্ম নয়। এই বিশেষ দমন-যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়, কারণ সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পর থেকে জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। .....প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এইরূপ দমন-যন্ত্র রয়েছে; এটা সশস্ত্র লোক নিয়ে গঠিত তো বটেই — উপরন্তু, জেলখানা ও সবরকম দমনমূলক প্রতিষ্ঠানও অতিরিক্ত অঙ্গহিসাবে এর সাথে জুড়ে আছে; গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে এই সবকিছুই ছিল অজ্ঞাত।.....''

পাঁচের পাতায় দেখুন

---

* যাঁরা কথায় সমাজতন্ত্রী কিন্তু কাজে উগ্রজাতীয়তাবাদী।

** অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)। লেনিন এই বই লেখেন ১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, যুদ্ধ তখনও চলেছে।

*** মার্কস ও এঙ্গেলস যে দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন, তাকেই বলা হয় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' বা 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' অথবা এক কথায় 'মার্কসবাদ'।

* ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়াতে বিপ্লব, যখন জারের পতন হয় এবং অস্থায়ী বুর্জোয়া গভর্নমেন্ট গঠিত হয়।

** জারের আমলে রাশিয়ার একটি দল। সচ্ছল কৃষকদের উচ্চস্তরের লোকেরাই এই দলের সমর্থন ও পোষকতা করত। 'কুলাক' শ্রেণীর সংগতিসম্পন্ন কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে এই দল ব্যস্ত থাকত। বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি, মজুর শ্রেণী ও গ্রামের গরিবদের স্বার্থের বিরোধিতা করাই ছিল এই দলের ভূমিকা। নভেম্বর বিপ্লবের সময়ে ও পরে এই দল ঘোর প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নেয়। কেরেন্স্কি ছিলেন এই দলের অন্যতম নেতা।

রাষ্ট্র নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করবার যন্ত্র

চারের পাতার পর

যে 'শক্তি' রাষ্ট্র নামে অভিহিত, সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েও যে শক্তি নিজেকে সমাজের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে ও ক্রমে ক্রমে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে — এঙ্গেলস সেই শক্তির ধারণা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই শক্তির মুখ্য উপাদান কী? সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী নিয়ে এই শক্তি গঠিত; যাদের আওতায় আছে জেলখানা ইত্যাদি।

সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী — এই কথা আমরা ন্যায়ত বলতে পারি, কারণ রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্র, যা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য তা সশস্ত্র জনসাধারণের সাথে, জনসাধারণের 'নিজস্ব সশস্ত্র সংগঠন'র সাথে প্রত্যক্ষভাবে একাত্ম নয়।

মহান বিপ্লবী চিন্তানায়কদের মতো এঙ্গেলস ঠিক সেই বিষয়টি সম্পর্কেই শ্রেণী-সচেতন মজুরদের অবহিত করতে চেষ্টা করেছেন, যে বিষয়টিকে আধুনিক পণ্ডিতমুর্খেরা প্রণিধানের যোগ্য বলে প্রায় মনেই করে না। তারা মনে করে এটা এমনই একটা সাধারণ বিষয় এবং বহুকালের সংস্কার হিসাবে সমাজে এমন গেঁথে আছে যে, মানুষ এসব জানে। স্থায়ী ফৌজ ও পুলিস হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির প্রধান উপকরণ। অন্য রকম হতে পারে কি?

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের যে বেশির ভাগ মানুষকে উদ্দেশ্য করে এঙ্গেলস এ কথা লিখেছিলেন, তারা একটাও মহান বিপ্লব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেনি বা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জীবনও কাটায়নি; ফলে তাদের দৃষ্টিতে অন্যরকম কিছু হতে পারে না। তারা আদৌ ধরতে পারেনি যে, এই 'জনসাধারণের নিজস্ব সশস্ত্র সংগঠন' বলতে বাস্তবে কী ছিল। সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সশস্ত্র লোকের এই রকম বিশেষ বাহিনী (পুলিস ও স্থায়ী ফৌজ) গঠনের প্রয়োজন কোথা থেকে এল — এই প্রশ্নের জবাবে পশ্চিম ইউরোপ ও রাশিয়ার পণ্ডিতমুর্খেরা স্পেন্সার বা মিখাইলভস্কির থেকে ধার করা কতকগুলো বুলি আওড়ায়, সামাজিক জীবনের জটিলতা, বৃত্তির বিভিন্নতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের দোহাই দেয়।

এসব কথাকে মনে হবে যেন 'বিজ্ঞানসম্মত'; কিন্তু এর দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টি — অর্থাৎ সমাজ এমন পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি অসম্ভব — এই সত্যটি চাপা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ না ঘটলে, 'জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' গড়ে ওঠা সম্ভব হত; যষ্টিধারী বানরযূথের অথবা আদিম মানুষের সংগঠনের বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের আদিম সংগঠনের সাথে জটিলতা, উন্নত কর্মকৌশল ও অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য ঘটলেও এই সংগঠন গড়ে ওঠা সম্ভব হত।

এই রকম সংগঠন এখন অসম্ভব। কারণ সভ্য সমাজ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীতে, বিশেষত আপস-নিষ্পত্তির সম্ভাবনাহীন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীরা 'নিজ নিজ' ভাবে সশস্ত্র হলে, তাদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম বেধে যাবে। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী রূপে একটি বিশেষ শক্তি তৈরি করা হয়; এবং প্রত্যেক বিপ্লবই রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিধ্বস্ত করে সুস্পষ্টরূপে আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, শাসক শ্রেণী কীভাবে তার সেবাদাস সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনীকে আবার কায়েম করতে চেষ্টা করে, নিপীড়িত শ্রেণীও কীভাবে ঐ ধরনের একটা নূতন সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করে— যে সংগঠন শোষকের বদলে শোষিতদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম।

সশস্ত্র লোকের 'বিশেষ' বাহিনী এবং 'জনসাধারণের নিজস্ব সশস্ত্র সংগঠন' — এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী, সে প্রশ্ন প্রত্যেক বড় বড় বিপ্লবের সময়ই দেখা দেয়, দেখা দেয় ব্যবহারিকভাবে, সুস্পষ্টরূপে ও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে। উপরোক্ত আলোচনায় এঙ্গেলস তত্ত্বের দিক থেকে সেই প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। ইউরোপীয় ও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে এর মূর্ত নিদর্শন কিভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা দেখতে পাব।

এঙ্গেলসের নিবন্ধে ফিরে আসা যাক। তিনি দেখিয়েছেন, কখনও কখনও, যেমন উত্তর আমেরিকার অনেক জায়গাতে, এই সার্বজনিক-দমন-যন্ত্র দুর্বল (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিরল একটি ব্যতিক্রমের কথা এঙ্গেলসের মনে হয়েছে, এবং তিনি সাম্রাজ্যবাদের আগের যুগের উত্তর-আমেরিকায় এমন অনেক জায়গার কথা বলেছেন যেখানে স্বাধীন ঔপনিবেশিকদেরই প্রাধান্য ছিল); কিন্তু সাধারণত এই শক্তি অধিকতর সবল হতেই চেষ্টা করে।

"রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণীবিরোধ যত তীব্র হয়ে ওঠে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এই দমন-যন্ত্র ততই শক্তিশালী হতে থাকে। বর্তমানকালের ইওরোপের দিকে তাকালেই যথেষ্ট; এখানে শ্রেণীবিরোধ ও রাজ্যজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দমন-যন্ত্রকে এমন একটা চরম অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, তা সমগ্র সমাজকে, এমনকী খোদ রাষ্ট্রকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।"

বিগত শতকের শেষ দশকের প্রথম দিকে এঙ্গেলস একথা লিখেছিলেন। তাঁর সর্বশেষ ভূমিকার তারিখ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন। সাম্রাজ্যতন্ত্র বলতে বোঝায় ব্যবসায়-সংঘের (ট্রাস্টের) পূর্ণ আধিপত্য, বড় বড় ব্যাঙ্কের সর্বশক্তিমত্তা, ব্যাপক আকারে ঔপনিবেশিক নীতি, ইত্যাদি; সাম্রাজ্যতন্ত্রমুখী এই গতিবেগ ফ্রান্সে তখন সবে শুরু হয়েছে, উত্তর-আমেরিকা ও জার্মানিতে তখন তা আরও দুর্বল। সেই সময় থেকে 'রাজ্যজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বিরাট আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে — বিশেষভাবে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে, যখন এইসব 'রাজ্যজয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী'র অর্থাৎ বড় বড় পররাজ্যগ্রাসী শক্তির মধ্যে সারা দুনিয়া ভাগাভাগি হয়ে গেছে। তারপর থেকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌবহর অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, লুটের-মাল ভাগাভাগির জন্য ১৯১৪-১৯১৭ সালে ইংলণ্ড ও জার্মানির মধ্যে পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের ফলে লোভপরায়ণ রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজের সমস্ত শক্তিকে 'গ্রাস করতে করতে' একটা পূর্ণ বিপর্যয়ই আসন্ন করে তুলেছে।

১৮৯১ সালেই এঙ্গেলস 'রাজ্যজয়ের' প্রতিদ্বন্দ্বিতা'কে বড় বড় শক্তির বৈদেশিক নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করতে পেরেছিলেন। ১৯১৪-১৭ সালে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুগুণ তীব্রতর হয়ে একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সম্ভব করে তুলেছে। সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী নীচ জাতীয়তাবাদীরা এমন সময়েও 'পিতৃভূমি রক্ষা', 'প্রজাতন্ত্র ও বিপ্লবকে রক্ষা' ইত্যাদি বুলি আউড়ে নিজেদের বুর্জোয়া শ্রেণীর পররাজ্যগ্রাসী নীতি সমর্থন করে!*

রাষ্ট্র — নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করবার যন্ত্র

সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি বিশেষ দমন-যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর ধার্য করা ও রাষ্ট্রের তরফে ঋণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। এঙ্গেলস লিখেছেন,

"দমন-যন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব এবং কর আদায় করার অধিকার থাকার দরুন, রাজকর্মচারীরা এখন সমাজের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে সমাজেরই যন্ত্ররূপে অবস্থান করে। গোষ্ঠীভিত্তিক (কৌলিক) সংগঠনের মুখপাত্রেরা যেরূপ সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সম্মানের অধিকারী ছিল, এমনকী সেইরকম শ্রদ্ধা লাভ করতে পারলেও এইসব রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা সন্তুষ্ট নয়।" ...

রাজপুরুষেরা যে পবিত্র এবং তাদের নির্দেশ যে লঙ্ঘন করা চলবে না, সে সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ আইন তৈরি করা হয়। "গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের তুলনায় একজন "খুদে পুলিস কর্মচারীরও বেশি 'কর্তৃত্ব' আছে; কিন্তু গোষ্ঠীর সর্দার যে 'স্বতঃপ্রণোদিত সম্মানের' অধিকারী ছিল, তা কোনও সভ্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির এমনকী সর্বাধিকনায়কের পক্ষেও ঈর্ষার বস্তু।"

রাষ্ট্রশক্তির যন্ত্র হিসাবে রাজপুরুষের বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগের বিষয়টি এখানে তোলা হয়েছে। মুখ্য বিষয়টি এইভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে, কিসের জোরে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে? ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন[১] কিভাবে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটির কার্যত সমাধান করেছিল এবং ১৯১২ সালে কাউটস্কি প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতিতে কীভাবে প্রশ্নটি নমোনমো করে এড়িয়ে গিয়েছিলেন — তা আমরা দেখব।

"যেহেতু শ্রেণীবিরোধকে সংযত রাখার প্রয়োজন থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু আবার যেহেতু শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই এর উৎপত্তি, সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে রাষ্ট্র হবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণীর, আর্থিক দিক থেকে যে শ্রেণী মাতব্বর, তার নিজস্ব রাষ্ট্র; রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই শ্রেণী রাজনীতির ক্ষেত্রেও মাতব্বর শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করবার ও দাবিয়ে রাখবার নূতন নূতন উপায় আয়ত্ত করে।" প্রাচীন ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র গোলাম ও ভূমিদাসদের শোষণ করবার যন্ত্র ছিল; সেইরূপ,

"আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে মজুরিজীবী শ্রমিকদের শোষণ করবার জন্য পুঁজিপতিদের এক যন্ত্র। ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্য কখনও কখনও দেখা গেছে যে, দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি পারস্পরিক শক্তির ভারসাম্যের দিক থেকে এত কাছাকাছি এসে উপনীত হয় যে, রাষ্ট্রশক্তি তখন সেই সময়টুকুর জন্য তথাকথিত মধ্যস্থতাকারী হিসাবে উভয় শ্রেণী থেকেই কিছুটা স্বাধীন চরিত্র অর্জন করে।"

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র,[২] প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য নেপোলিয়ন বোনাপার্ত ও লুই বোনাপার্তের শাসন[৩], এবং জার্মানিতে বিসমার্কের শাসন[৪] এর নিদর্শন।

এইসঙ্গে এও বলা যেতে পারে যে, খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বের দৌলতে সোভিয়েতগুলি যখন ইতিমধ্যেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে[৫] এবং বুর্জোয়ারা যখনও পর্যন্ত এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি যে সোভিয়েতগুলিকে তারা সরাসরি ভেঙে দিতে পারে, সেই সময়ে বিপ্লবী মজুরশ্রেণীর ওপর নির্যাতন চালাতে প্রবৃত্ত হয়ে বর্তমান কেরেনস্কি-সরকারও প্রজাতান্ত্রিক রাশিয়াতে ওইরকম ভূমিকাই পালন করছে।

এঙ্গেলস বলছেন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে* 'ধনদৌলত পরোক্ষে কিন্তু আরও নিশ্চিতভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে' — প্রথমত রাজপুরুষদের সরাসরি কিনে নিয়ে (যেমন আমেরিকাতে) এবং দ্বিতীয়ত শেয়ারবাজারের সাথে গভর্নমেন্টের মেলবন্ধন ঘটিয়ে (যেমন ফ্রান্সে ও আমেরিকাতে)।

বর্তমান সময়ে, সাম্রাজ্যতন্ত্র ও ব্যাঙ্কের আধিপত্যের ফলে, সর্বপ্রকারের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই ধনদৌলতের সর্বশক্তিমানতা রক্ষা ও জাহির করার এই দুটি উপায় অসাধারণ সুন্দর কৃৎকৌশলে 'পরিণত' হয়েছে। রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে — বলা যেতে পারে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিক প্রমুখ 'সোস্যালিস্ট'দের মধুচন্দ্রিমার[৮] সময়েই — পুঁজিপতিদের সংঘত করার এবং তাদের দস্যুবৃত্তিতে ও মিলিটারি কনট্রাক্ট মারফত রাজকোষ লুণ্ঠনে বাধা দেবার জন্য সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় যে সব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, মিঃ পালচিনস্কি যদি সেইসব প্রস্তাবের প্রত্যেকটিরই বিরোধিতা করে থাকেন এবং পরে তাঁর পদত্যাগের পর (অবশ্যই তাঁরই মতো আর এক পালচিনস্কি সেই পদ পূরণ করেছেন।) বার্ষিক এক লক্ষ কুড়ি হাজার রুবল বেতনের এক মোলায়েম চাকরি দিয়ে পুঁজিপতিরা যদি তাঁকে পুরস্কৃত করে থাকে, তা হলে তাকে আমরা কী বলব? সাক্ষাৎ ঘুষ, না পরোক্ষ ঘুষ? পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবসায়সংঘের সাথে গভর্নমেন্টের চুক্তি, না 'নিছক' মৈত্রীর সম্পর্ক? চের্নভ, ৎসরেতেলি, অ্যাভক্সেন্ত্যেভ, স্কোবেলেভ প্রমুখ কী ভূমিকা নিচ্ছেন? যেসব কোটিপতি রাজকোষ লুট করছে, এরা কি তাদের 'সাক্ষাৎ' সহযোগী, না, পরোক্ষ দোসর মাত্র?

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'ধনদৌলতে'র সর্বশক্তিমত্তা যে বেশি নিরাপদ, তার কারণ, ধনতন্ত্রের ত্রুটিপূর্ণ বা খারাপ রাজনৈতিক কাঠামোর উপর তা নির্ভর করে না। পুঁজিবাদের যথাসম্ভব প্রকৃষ্টতম রাজনৈতিক কাঠামো হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সুতরাং (পালচিনস্কি, চের্নভ, ৎসেরেতেলি প্রভৃতির সাহায্যে) পুঁজির শক্তি যখন একবার প্রকৃষ্ট কাঠামোর কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে এত দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে যে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দল সংক্রান্ত যে কোনও পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, তার দ্বারা পুঁজির শক্তির সেই প্রতিষ্ঠা আদৌ টলে না।

আমাদের এও লক্ষ করতে হবে যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারকে এঙ্গেলস বেশ সুনির্দিষ্টভাবেই বুর্জোয়া শাসনের একটি উপকরণ বলেছেন। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বিচার করে এঙ্গেলস বলেছেন, সর্বজনীন ভোটাধিকার "মজুরশ্রেণীর পরিণতির (maturity) লক্ষণ; আধুনিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার এটা ছাড়া কিছু হতে পারে না এবং কখনও হবেও না।"

আমাদের সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিক প্রমুখ খুদে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এবং তাদের যমজ ভাই পশ্চিম ইওরোপের সোস্যাল

ছয়ের পাতায় দেখুন

* লেনিন এখানে কাউটস্কি, শাইদেমান ভান্দেরভেলদে, পোত্রেসভ, ৎসরেতেলি প্রমুখ 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের উল্লেখ করেছেন।

* গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রূপ। সর্বজনীন ভোটাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা; সংবাদপত্রের, সভা-সমিতির, দল-গঠনের স্বাধীনতা; শ্রমিকের ধর্মঘট করার অধিকার; আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকারের স্বীকৃতি; সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত বিধানসভার সার্বভৌমক্ষমতা; — এইগুলি হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

পাঁচের পাতার পর

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

শভিনিস্ট ও সুবিধাবাদীরা সার্বজনীন ভোটাধিকার থেকে 'আরও অনেক' কিছু আশা করে। 'আজিকার দিনে রাষ্ট্রে' সর্বজনীন ভোটাধিকার মেহনতী জনগণের সংখ্যাগুরুর ইচ্ছা প্রকাশ করতে ও সে ইচ্ছা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে সত্য-সত্যই সক্ষম — এই ভ্রান্ত ধারণা তারা নিজেরা পোষণ করে, জনসাধারণের মনের মধ্যেও সঞ্চার করে।

এখানে আমরা এই ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখমাত্র করেছি যে 'সরকারি' (অর্থাৎ সুবিধাবাদী) সোস্যালিস্ট দলগুলি তাদের প্রচারকার্যে ও আন্দোলনে এঙ্গেলসের অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট উক্তিটি প্রতি পদে বিকৃত করে। 'আজিকার দিনের' রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতামত পরে যখন আরও আলোচনা করব, তখন আমরা এই ধারণার সমস্ত ভুলভ্রান্তি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাব।

এঙ্গেলস তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থে নিজের মতামতের সারমর্ম নিম্নলিখিত কথায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

"রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরকাল ছিল, তা নয়, এমন সমাজও ছিল যেখানে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রশক্তি সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না, যেখানে রাষ্ট্র ছাড়াই কাজকর্ম পরিচালিত হত। অর্থনৈতিক বিকাশের বিশেষ এক স্তরে সমাজ যখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই বিভাগের কারণে রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমরা এখন উৎপাদনের বিকাশের এমন একটি স্তরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিও যে স্তরে এই বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব শুধু অনাবশ্যকই হয়ে পড়বে না, উৎপাদনের সাক্ষাৎ অন্তরায়ও হয়ে উঠবে। পূর্ববর্তী এক স্তরে যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে এইসব শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি অবশ্যম্ভাবীরূপে এদের বিলোপও ঘটবে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও অবশ্যম্ভাবীরূপে লোপ পাবে। যে সমাজ সমস্ত উৎপাদককে স্বাধীন ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে সঙঘবদ্ধ করে নতুনভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করবে, সে সমাজ গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে তার তৎকালীন যথাস্থানেই পাঠিয়ে দেবে — পুরাবস্তুর যাদুঘরে সুতো কাটার চরকা ও ব্রঞ্জের কুঠারের পাশে।"

সমসাময়িক সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রচারপত্রে বা লেখায় এই অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি বড় একটা নজরে পড়ে না। যদিও বা কখনও নজরে পড়ে তো দেখা যায় যে, বিগ্রহের সামনে লোকে যে ভাবে মাথা নোয়ায়, প্রায়শ সেভাবেই এঙ্গেলসের উক্ত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হয়, অর্থাৎ এঙ্গেলসকে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের খাতিরেই শুধু তা উদ্ধৃত করা হয়; 'পুরাবস্তুর যাদুঘরে'... গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নির্বাসন দেবার পূর্বে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন, তার ব্যাপকতা ও গভীরতা পরিমাপের কোনও চেষ্টা না করেই এঙ্গেলসের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় যে, এঙ্গেলস রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে যা বুঝিয়েছেন, তার অর্থ পর্যন্ত উপলব্ধি করা হয়নি।

টীকা ঃ

১। 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক' ঃ রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির মধ্যে বিপ্লবমুখী ও প্রতিক্রিয়ামুখী দুটি ধারার নাম যথাক্রমে 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক'। এই দুটি নামের উৎপত্তির এক ইতিহাস আছে। ১৯০৩ সালে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই দুটি ধারার স্পষ্ট পরিচয় লক্ষ করা যায়। অধিবেশন প্রথমে বেলজিয়ামের ব্রুসেলস শহরে বসে; কিন্তু বেলজিয়ামের পুলিসের তাড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিনিধিরা ব্রুসেলস ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসতে বাধ্য হন এবং কৃষক সমস্যা রূপ রাজনৈতিক প্রশ্ন ও অন্যান্য সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে অধিবেশনে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দেয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে লেনিনপন্থীরা বেশি ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। রুশ ভাষা 'বলশিন্স্তভো' ও 'মেন্শিন্স্তভো' বলতে বোঝায় যথাক্রমে 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা' ও 'সংখ্যাল্পতা'। দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩) 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' বিপ্লবী লেনিনপন্থীদের তখন থেকে তাই বলা হয় বলশেভিক' এবং লেনিনবিরোধী 'সংখ্যাল্প'দের বলা হয় 'মেনশেভিক'। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর থেকেই রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি', বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক', এই দুটি পরস্পরবিরোধী ধারায় পরিষ্কার ভাগ হয়ে যায়। বাহ্যত দুটি দল স্বতন্ত্র দুই পার্টিতে পরিণত না হলেও তারা কার্যত দুটি পার্টি হিসাবেই অবস্থান করছিল। প্রত্যেকের নিজস্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নিজস্ব মুখপত্র ছিল। ১৯০৬ সালে পার্টির মধ্যে নামমাত্র একটি ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় বটে, কার্যত কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থার কোনোই পরিবর্তন হয় না। ১৯১২ সালে প্রাগ্-সম্মেলনে মেনশেভিকরা পার্টি থেকে বিতাড়িত হন এবং বলশেভিকরা 'রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি (বলশেভিক)' নামে নিজেদের স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পরে, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে, পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের বলশেভিকরা 'সোস্যাল ডেমোক্রেটিক' নাম বর্জন করে 'কমিউনিস্ট পার্টি' নাম গ্রহণ করেন।

২। ১৮৭০ সালে প্রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের পতন হয়। তদানীন্তন সম্রাট লুই বোনাপার্টের (তৃতীয় নেপোলিয়ন) অধিনায়কত্বে ফরাসি সৈন্যবাহিনী ২ সেপ্টেম্বর (১৮৭০) সেদানের রণক্ষেত্রে বিসমার্কের প্রুশীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়; তৃতীয় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য, দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্য (১৮৫২-৭০) 'তাসের ঘরের মতো' ধূলিসাৎ হয়। ১৮৭১ সালের প্রথম প্যারিসের বিপ্লবী মজুরশ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামে ভার্সাইতে অবস্থিত প্রতিবিপ্লবী ' দেশরক্ষার গভর্নমেন্টে'র সৈন্যবাহিনী পরাহত হয়; ২৬ মার্চ প্যারিসের সশস্ত্র মজুরশ্রেণীর গভর্নমেন্ট প্যারি কমিউন' নির্বাচিত হয়, এবং ২৮ তারিখে প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করা হয়। ইতিহাসে এই প্রথম মজুরশ্রেণীর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়, কমিউনের আকারে তাহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাধিপত্য অবশ্য মজুরশ্রেণী বেশি দিন রক্ষা করিতে পারেনি। যে প্রুশীয় বাহিনী ফ্রান্সের মধ্যে তখন ঘাঁটি গেড়ে বসে ছিল, সেই আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীর সঙ্গে মিলে প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসি গভর্নমেন্ট প্যারি কমিউনকে মজুরের রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দেয়। মজুরশ্রেণীর একাধিপত্যের প্রথম নিদর্শন হিসাবে 'প্যারি কমিউন' ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। মার্কস তাঁর 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইতে প্যারি কমিউন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৩। ফ্রান্সে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই এর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র। বাণিজ্যজীবী ও শিল্প-ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে বিকাশ লাভ করে ক্রমে ক্রমে আর্থিক ও রাজনীতিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। সামন্ত জমিদারবর্গ সামন্ততান্ত্রিক উপায়ে কৃষকদের শোষণ করে বেঁচে থাকলেও, ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর আর্থিক দিক থেকে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে। বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সামন্ত জমিদারবর্গের শক্তির মধ্যে কিছুটা পরিমাণে একটা 'সাম্যাবস্থা' দেখা দেয়। একদিকে বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের উপযোগী ক্ষমতা তখনও আয়ত্ত করতে পারেনি; অন্যদিকে সামন্ত জমিদারবর্গ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়াতে জমিদারবর্গের স্বার্থও যাতে রক্ষা পায়, সেই দিকে নজর রেখে রাষ্ট্রশক্তি তখন বুর্জোয়াশ্রেণীর জোরালো দাবিগুলি কিছুটা হলেও মেটাতে বাধ্য হয়। রাজা তখন ছিলেন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সামন্ত জমিদার। বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর চাপ দিয়ে বিশেষভাবে অর্থ আদায় করার উদ্দেশ্যে রাজাকে নির্ভর করতে হত বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের এই ভূমিকা লক্ষ করে এই যুক্তি প্রচার করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রশক্তি দ্বন্দ্বরত শ্রেণীসমূহের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, এবং এদের বিরোধ মীমাংসা করার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি তাদের দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করে। বস্তুত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র। বুর্জোয়াশ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে তার নিজস্ব (অর্থাৎ বুর্জোয়া) রাষ্ট্রশক্তি কায়েম করে (১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব)।

৪। ১৭৯৯ সালের ৯ নভেম্বর (১৭৮৯ সালের প্রথম ফরাসি বিপ্লব কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্জিকা অনুযায়ী এই তারিখ 'আঠারোই ব্রুমেয়ার' বলে অভিহিত) নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আকস্মিক অভিযানে কনসাল হিসাবে চরম রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, প্রথম ফরাসি প্রজাতন্ত্রের অবসান হয়। তিনি যে সংবিধান প্রণয়ন করেন, তাতে প্রথম কনসালের (অর্থাৎ তাঁর নিজের) হাতেই একনায়কত্বের ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ১৮০২ সালে তিনি আজীবন কনসাল হিসাবে ঘোষিত হন, এবং ১৮০৪ সালে তিনি 'প্রথম নেপোলিয়ন' নামে নিজেকে সরাসরি ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। বিপ্লবী জনসাধারণ বিপ্লবের চরম পরিণতির জন্য আবার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, এই সম্ভাবনা তখন ছিল, এবং এই আশঙ্কাতেই বুর্জোয়াশ্রেণী এমন এক শক্তিশালী গভর্নমেন্ট কামনা করেছিল যে গভর্নমেন্ট বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির ও বিপর্যস্ত রাজতন্ত্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে বিপ্লবের সাফল্যও যেমন রক্ষা করতে সক্ষম হবে, বিপ্লবী জনশক্তির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা প্রতিহত করে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থায়ী করতেও তেমনি সক্ষম হবে। নেপোলিয়নের শাসন বুর্জোয়াশ্রেণীর এই স্বার্থই চরিতার্থ করে। বুর্জোয়াশ্রেণী ও জনশক্তি — দ্বন্দ্বরত এই উভয় শ্রেণীই যখন শক্তির সমান পর্যায়ে (এঙ্গেলস যে অবস্থাকে শক্তির 'সাম্যাবস্থা' বলে উল্লেখ করেছেন) এসে উপনীত হয়েছে, তখনই নেপোলিয়নের আকস্মিক রাষ্ট্রীয় অভিযান। এই তীব্র শ্রেণীসংঘর্ষের সুযোগ নিয়েই নেপোলিয়ন ক্ষমতা করায়ত্ত করতে সক্ষম হন। উভয়শ্রেণীর 'মধ্যস্থতা'র নামে তিনি আসলে নবোদ্ভূত ধনতন্ত্রেরই পোষকতা করেন। ১৮১৪ সালে সম্রাট নেপোলিয়নের পতন হয়। তাঁর শাসনকালকে (১৮০৪-১৮১৪) বলা হয় 'প্রথম ফরাসি সাম্রাজ্য'।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপ্লবের ফলে অরলেয়াঁ-বংশীয় লুই ফিলিপের রাজত্ব খতম হয় ও ফ্রান্সে 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হয়। প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই বোনাপার্ট এই দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে এক আকস্মিক অভিযানে লুই বোনাপার্ট চরম রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। ১৮৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের নাম গ্রহণ করে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করেন। তাঁর শাসনকালকে (১৮৫২-৭০) বলা হয় 'দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্য'। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের (১৮৪৮-৫১) রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী, এবং বিদ্রোহপরায়ণ মজুর সাধারণ — উভয় শ্রেণীই যখন পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন এই শ্রেণীসংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে লুই বোনাপার্টের তথাকথিত 'মধ্যস্থে'র ভূমিকাকে মার্কস তাঁর ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম' ও লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' বই দু'টিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

৫। সামন্ততন্ত্রের অধীনে জার্মানি ছিল বিচ্ছিন্ন। সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করে বিসমার্ক এই বিচ্ছিন্ন জার্মানিকে প্রুশীয় রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কত্বে ঐক্যবদ্ধ করেন (১৮৬৬ সালে)। জনসাধারণ ও বুর্জোয়াশ্রেণী উভয়েই সামন্ততন্ত্রের বৈরী, জার্মানির ঐক্য সাধন ছিল উভয়েরই দাবি। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদের স্লোগান তুলে উভয় শ্রেণীর সমর্থন পাওয়া বিসমার্কের পক্ষে তাই সহজ ছিল। একদিকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিষদের দাবি তুলে তিনি জনশক্তির সমর্থন আদায় করেন; অন্যদিকে 'কুখ্যাত লৌহশাসন' প্রবর্তন করে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবি পূরণের পথ প্রশস্ত করে বিসমার্ক বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থও চরিতার্থ করেন ঃ এইভাবে বিসমার্ক উভয় শক্তির মধ্যে তথাকথিত 'মধ্যস্থে'র ভূমিকা পালন করেন। ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে যে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করে (কিন্তু ব্যর্থ হয়), বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৬৬ সালে সেই বুর্জোয়া বিপ্লবীই সম্পূর্ণ হয় এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গড়ে ওঠে।

৬। বিপ্লব শুরু হওয়ার পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই বলশেভিকদের উদ্যোগে মস্কো পেত্রোগ্রাদ (পরে লেনিনগ্রাদ) প্রভৃতি স্থানে মজুর ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠিত হয়। কিন্তু অস্থায়ী গভর্নমেন্টের শাসনে বলশেভিকদের তখন অবাধে কাজ করা সম্ভব ছিল না; অধিকন্তু বলশেভিক পার্টির অধিকাংশ নেতা তখন জেলে অথবা নির্বাসনে। কিন্তু মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিশনারি প্রমুখ আপসপন্থীদের তখন অবাধে কাজ করার সুযোগ ছিল। তাঁরা সোভিয়েতগুলিতে আসন দখল করে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জোরে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে সোভিয়েতগুলিকে বিপ্লবের পথ থেকে নিবৃত্ত করে রাখতে। এদের নেতৃত্বে সোভিয়েতগুলির সংগ্রামশীলতা সাময়িকভাবে খর্ব হয়।

৭। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বিপ্লবের ফলে জারের পতনের পর বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুচর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির নেতাদের নিয়ে অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠিত হয়। এই গভর্নমেন্ট সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি দলের অন্যতম নেতা কেরেনস্কি ছিলেন একজন মন্ত্রী। কেরেনস্কির মন্ত্রীত্বের আমলে মজুর ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের উপর একের পর এক জুলুম চলতে থাকে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পেত্রোগ্রাদের মজুর ও সৈনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখা দেয়; সোভিয়েতের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করে তারা এক শোভাযাত্রা বার করে। শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কেরেনস্কির নেতৃত্বে অস্থায়ী বুর্জোয়া গভর্নমেন্ট শোভাযাত্রার মজুর ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ফৌজ নিয়োগ করে। কেরেনস্কি সরকার বলশেভিকদের মুখপত্র 'প্রাভদা'ও বন্ধ করে দেয়, লেনিনের বিরুদ্ধে এক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে এবং বলশেভিক পার্টির অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে জেলে আটক করে।

৮। জারের পতনের পর ১৪ মার্চ তারিখে সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা প্রিন্স লভভের নেতৃত্বে বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুচর ক্যাডেটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'জোটবদ্ধ' বুর্জোয়া মন্ত্রীসভা গঠন করেন। নিজেদের 'সোস্যালিস্ট' বলে পরিচয় দিলেও এরা সমাজতন্ত্র তথা মজুর ও গ্রামের গরিবদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি কায়েম করবার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে প্রতিবিপ্লবী 'জোট' গভর্নমেন্ট গঠন করেন। সরকারি চাকুরিরূপ লুটের-মাল ভাগাভাগির ব্যাপারে ভাগ্যান্বেষী এইসব 'সোস্যালিস্ট'দের মধ্যে ঘরোয়া কোন্দলের দরুন 'জোট' মন্ত্রীসভায় বারবার অদলবদল হয়, কিন্তু তাতে ঐ জোট ভেঙে যায় না। কেরেনস্কি, চেনভি, আভ্কস্যেন্ত্যেভ্ এরা 'সোস্যালিস্ট' মন্ত্রীরা বুর্জোয়াশ্রেণীর সাক্ষাৎ সহযোগীরূপে মজুরশ্রেণী ও গ্রামের গরিব কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রথমাবধি প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছেন।

(চলবে)

সারের কালোবাজারি চক্রে অনেক রাঘব বোয়ালই যুক্ত

গত মাস দুই ধরে রাজ্যের নানা জায়গায় রাসায়নিক সার নিয়ে কৃষক বিক্ষোভ ঘটে চলেছে। আমন চাষের সময় বহু এলাকায় কৃষকরা তাঁদের প্রয়োজনীয় সার চেয়েও পাননি। অবশ্য দেড় দুই গুণ দাম দিলে সেই সার মিলেছে। বিক্ষোভের সেটি একটি অন্যতম কারণ। বিক্ষোভের সব থেকে বড় কারণ, সরকারঘোষিত দামে কোথাও কোনও সার মিলছে না। এই ভাবনায় কৃষকেরা শঙ্কিত যে, আগামী কয়েক মাসে পরিস্থিতি কী ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। এখন থেকে আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত সারের সর্বোচ্চ চাহিদার সময়। জেলায় জেলায় শীতকালীন সবজির চাষ জোর কদমে শুরু হয়েছে। এর পরই আসবে আলুর চাষ এবং প্রায় তার পিছু পিছু বোরো ধান। প্রতিটি ফসলেই সার লাগে প্রচুর। এই সময় কৃষকদের পাগলের মত অবস্থা হয়। ঘটিবাটি, গয়নাগাটি বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে অথবা গ্রামীণ মহাজনদের কাছে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সার কিনতে হয়।

এই অসহায়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বহু বছর ধরেই সারের কালোবাজারি চলছে; গোপনে নয়, একেবারে খোলাখুলি। কালোবাজারি এদেশে বা এরাজ্যে নতুন নয়। কালোবাজারি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চাহিদার তুলনায় বাজারে কোনও পণ্যের যোগান কম থাকলে সেই পণ্য নিয়ে কালোবাজারির একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু রাসায়নিক সারের জোগান তো কম পড়ার কথা নয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে একাধিকবার ঘোষণা করে বলা হয়েছে, দেশের কোথাও সারের কোনও ঘাটতি নেই। তাহলে?

রাসায়নিক সার সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। এই পণ্যের দেশীয় উৎপাদন বা বিদেশ থেকে আমদানি, দাম নির্ধারণ, সরবরাহ এবং বণ্টন, এ সবই ভারত সরকারের 'ফার্টিলাইজার কন্ট্রোল অর্ডার' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ভারত সরকার প্রতিটি সারের খুচরো বিক্রির সর্বোচ্চ দাম (ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস, সংক্ষেপে এম আর পি) ঘোষণা করেন। বর্তমান কৃষি-বছরের জন্যও বিভিন্ন সারের এম আর পি কত তা জানিয়ে ভারত সরকারের 'রসায়ন ও রাসায়নিক সার মন্ত্রক'র পক্ষ থেকে সমস্ত সংবাদপত্রে একাধিকবার ঘোষণা করা হয়েছে। দেখা যাক, কয়েকটি প্রধান সারের কোনটির ঘোষিত এম আর পি কত?

কিন্তু কোথাও ঐ দামে সার পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিটি সারে কুইন্টাল প্রতি, ঘোষিত দামের থেকে কমপক্ষে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা বাড়তি কৃষকের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে।

সার উৎপাদন বা আমদানি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কৃষকের নাগালে তা পৌঁছে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া তার মধ্যেকার ধাপগুলি কী কী? প্রতিটি কোন কোন পয়েন্টে পৌঁছবে, তা উৎপাদক অথবা সরকার ঠিক করে দেয়। রাজ্য সরকারও জেলা ধরে ধরে সারের বরাদ্দ ঠিক করে দেয় এবং রাজ্যের কোন কোন মুখ্য পরিবেশক মারফত সেই সার সংশ্লিষ্ট জেলার কোন কোন পয়েন্টে কীভাবে পৌঁছবে, তা ঠিক করে জানিয়ে দেয়। জেলার বড় বড় পাইকারি সার ব্যবসায়ীরা তাদের বরাদ্দ অনুযায়ী সার তুলে নিয়ে তাদের অধীন পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করেন। কৃষকরা ঐ পাইকারি বা খুচরো ব্যবসায়ীদের থেকে সার কেনেন। সার গুদামে তুলেই কৃষিবিভাগের জেলা, মহকুমা বা ব্লকে জানাবার কথা।

রাসায়নিক সারের নাম	কুইন্টাল প্রতি (টাকা)
ইউরিয়া	৪৮৩.০০
ডি এ পি	৯৩৫.০০
এম ও পি (পটাশ সার)	৪৪৫.০০
এন পি কে (যৌগিক সার) (২০ঃ২০ঃ০/১৫ঃ১৫ঃ১৫/ ১০ঃ২৬ঃ২৬ ইত্যাদি)	৬৫৫.২০ (গড় দাম)
এস এস পি (সিঙ্গল সুপার ফসফেট)	৩৪০.০০

রাজ্য সরকারকেই প্রতিটি কৃষি-বছরের জন্য কোন মরশুমে কত সারের প্রয়োজন তা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হয়। কেন্দ্র সেই অনুযায়ী সার বরাদ্দ করে। সেই বরাদ্দ সার কোন কোন মুখ্য পরিবেশক দ্বারা কোন কোন সময়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের

সার সরবরাহ, গুদামজাতকরণ এবং বিক্রির জন্য লাইসেন্স লাগে। লাইসেন্স ছাড়া সার নিয়ে কারবার সম্পূর্ণ বেআইনি। রাজ্যের মুখ্য পরিবেশকদের লাইসেন্স দেয় রাজ্য কৃষিদপ্তর। জেলার হোলসেলার বা পাইকারদের লাইসেন্স দেয় জেলা বা মহকুমা কৃষিদপ্তর। ফার্টিলাইজার কন্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী প্রত্যেক সার ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর লাইসেন্সদাতা সহ রাজ্য, জেলা, মহকুমা এবং ব্লক স্তরের সকল কৃষি আধিকারিকদের কাছে রিপোর্ট জমা করা বাধ্যতামূলক। আবার ঐসব আধিকারিকরা সকলেই 'ফার্টিলাইজার ইন্সপেক্টর'। সর্বত্র যার যার ক্ষেত্রে সার বিতরণ নিয়ম মেনে হচ্ছে কি না সেটা দেখা তাঁদের দায়িত্ব। তাঁরা দেখবেন, কৃষকরা সঠিক সময়ে এবং সঠিক দামে তাদের পছন্দমত সঠিক মানের সার পাচ্ছেন কি না। সারের মান এবং গুণাগুণ ঠিক আছে কি না সেটা দেখার জন্য সারের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য নিয়মিত পাঠানোটাও তাঁদের কর্তব্য। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভের ঘটনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, অনেক কিছুই ঠিক চলছে না। কৃষক তার প্রয়োজনের সময় তার পছন্দমতো সার সঠিক দামে পাচ্ছেন না।

অনেক হাত ঘুরে সার খুচরো বিক্রেতার ঘরে এসে পৌঁছছে বলেই সারের বেশি দাম পড়ছে বলে একটা কথা চাউর করে দেওয়া হচ্ছে। সহজ সরল এবং অসচেতন কৃষক তাই বিশ্বাস করে বাড়তি টাকা দিয়ে সার নিয়ে আসছেন। সকলেরই জানা উচিত, **ভারত সরকার সারের দাম এবং সার পরিবহনের খরচেও ভর্তুকি দেয়। সার বিশেষে সেই ভর্তুকির পরিমাণ কুইন্টাল প্রতি ৬১ টাকা থেকে ৮৫ টাকা পর্যন্ত। ফলে পরিবহন খরচের জন্যই সারের দাম বেশি পড়ে — এই যুক্তি ধোপে টেকে না।** একটি বিষয় ভালো করে বোঝা দরকার। **কোনও পণ্যের এম আর পি ঠিক হয় সেই পণ্যের কেনার দামের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের পরিবহন খরচ এবং বিভিন্ন স্তরের লাভ যোগ করেই।** অথচ বাস্তবে ঘটছে অন্যরকম। এম আর পি-কেই ক্রয়মূল্য দেখিয়ে তার সঙ্গে পরিবহন খরচ যোগ করে এবার বিক্রয়মূল্য স্থির করা হচ্ছে। আর তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কারণ আইনে ক্যাশমেমো ছাড়া বিক্রি বেআইনি বলা থাকলেও এ জিনিষের ধার কোন বিক্রেতাই ধারেন না। সচেতন কৃষক দাবি করলে তাকে সঠিক দাম লিখে একটা ক্যাশমেমো দেওয়া হলেও বাড়তি দাম তাকেই দিতে হয়। কোর্ট কাছারি করে কিছু করার জো থাকছে না। সার এমন কোনও সৌখিন ভোগ্যপণ্য নয় যে না কিনলেও চলে। কৃষি উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ সার, যা না দিতে পারলে ভালো ফসল হয় না। তাই অসহায় কৃষক বাধ্য হন আত্মসমর্পণ করতে।

কালোবাজারিরা তাদের কাজ করছে এবং কোনওরকম বাধা না পেলে এ কাজ তারা চালিয়েই যাবে। কিন্তু রাজ্য সরকার এবং এ কাজে ভারপ্রাপ্ত ফার্টিলাইজার ইনসপেক্টরদের কি কিছুই করণীয় নেই? রাজ্য, জেলা, মহকুমা এবং ব্লকস্তরে কৃষি আধিকারিকরা প্রশাসন এবং পুলিশের সাহায্য নিয়ে অতি সহজেই এই দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন। এটা তাদের কোনও বাড়তি কাজ নয়। এটা তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। কিন্তু তা হয় না, হচ্ছে না। কারণ, এই দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রাজ্য কৃষি মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্মী থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত প্রায় সকলেই। পুলিশ বা প্রশাসন, পঞ্চায়েত বা সরকারি দলের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা — কে নেই?

আশার কথা, কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুরের সংগ্রামী কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী মানুষদের জীবন-জীবিকা রক্ষার সংগ্রাম এবং তার বিজয় সারা রাজ্যের কৃষকদের মনে ভরসা জুগিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছেন কোর্ট কাছারি করে, অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের কাছে দু'একটা ডেপুটেশন দিয়ে বা বিক্ষোভ জানিয়ে কোনও কাজের কাজ হবে না। সংঘবদ্ধ এবং তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলে প্রশাসনকে বাধ্য করতে না পারলে সারের কালোবাজারি বন্ধ হবে না। আর এই কাজে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে কৃষক আন্দোলনের বিশ্বস্ত সাথী 'অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন' (এ আই কে কে এম এস) এবং বিভিন্ন স্থানে দলমতনির্বিশেষে গড়ে ওঠা কৃষকদের বিভিন্ন কমিটিগুলি। তাদের নেতৃত্বে উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় একটার পর একটা বিক্ষোভ, অবরোধ, ঘেরাও আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনকে বাধ্য করা হয়েছে ন্যায্য দামে ক্যাশমেমো দিয়ে সার বিক্রেতা মারফত সার বিক্রি করতে। সারের এই সর্বোচ্চ চাহিদার কয়েক মাস ধরে এই আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর স্তরে নিয়ে যেতে হবে। শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের এবং প্রশাসনের মদতে সার যাতে এলাকার বাইরে পাচার হয়ে যেতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শাসকদলের কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচার করা হচ্ছে, আন্দোলন করলে সার মিলবে না। কৃত্রিম একটা অভাব সৃষ্টির চেষ্টাও তারা করবে। কিন্তু দালাল কৃষক সংগঠনের সেই কথায় না ভুলে আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, সংঘবদ্ধ এবং লাগাতার কৃষক আন্দোলনই সারের কালোবাজারি রোখার একমাত্র গ্যারান্টি।

বারবিশাতে সার-আন্দোলন জয়যুক্ত

দীর্ঘ তিন মাস আন্দোলন করে অবশেষে জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের কৃষকরা ন্যায্য মূল্যে সারের দাবি আদায় করে নিলেন। সরকারি দলের প্রশ্রয়ে সার ব্যবসায়ীরা এম আর পি রেটে সার বিক্রি না করে বেশি দামে ক্যাশ মেমো ছাড়াই সার কিনতে কৃষকদের বাধ্য করছিল। সার ব্যবসায়ীরা পাশের রাজ্য আসামে সার পাচার করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলেন কৃষক বাঁচাও কমিটি। দলমত নির্বিশেষে কৃষকরা এতে সামিল হন। গ্রামে গ্রামে এই কমিটির ২৭টি শাখা কমিটি গঠিত হয়। এ ডি ও, বি ডি ও, এস ডি ও অফিসে ডেপুটেশন, জাতীয় সড়ক অবরোধ, সারের দোকান ঘেরাও, রাত জেগে পাহারা দিয়ে আসামে সার পাচার হাতেনাতে ধরা, বেআইনি সার বিক্রেতার গুদাম থেকে ৫৭ বস্তা সার উদ্ধার করা প্রভৃতি কর্মকাণ্ড তাঁরা চালিয়ে যান। হাজার হাজার মানুষ এতে সামিল হন। এই আন্দোলনকে সিপিএম বিশৃঙ্খলা আখ্যা দিয়ে সার বিক্রেতাদের পক্ষে ওকালতি করতে থাকে। আন্দোলন ভাঙতে পুলিশ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করে এবং গভীর রাতে হানা দিয়ে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে। তবুও আন্দোলন দমাতে পারেনি। ধীরে ধীরে তা তীব্র হতে থাকে। অবশেষে ২৩ অক্টোবর এস ডি ও অফিসে বৈঠক হয়। স্থির হয় কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কৃষকদের ক্যাশমেমো দিয়ে সরকার নির্ধারিত দামে সার বিক্রি হবে এবং তা শুরুও হয়েছে।

আছে জলবিদ্যুৎ-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তবুও পুরুলিয়া অন্ধকারে

পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অযোধ্যা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও দিনে ৭/৮ ঘণ্টা করে লোডশেডিং হচ্ছে। গ্রামের দিকে আবার ১/২ দিন বিদ্যুৎ থাকেই না। এদিকে বাণিজ্যিক মিটার ভাড়া আড়াই গুণ বৃদ্ধি, গৃহস্থ মিটার ভাড়া ১০ টাকা, ফিক্সড চার্জ ৫ টাকা, ক্ষুদ্র শিল্পে ফিক্সড চার্জ ১৫ টাকা, প্রতি এইচ পি বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি প্রতি ইউনিটে ১৬ পয়সা (যার মধ্যে ১০ পয়সা এফ পি পি সি এ) ইত্যাদি করে বিদ্যুৎগ্রাহকদের ব্যয়ভার বাড়িয়ে দিচ্ছে। সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পুরুলিয়া জেলা কমিটি-র প্রতিবাদে ২৪ অক্টোবর পুরুলিয়া জেলাশাসক এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রোজেক্ট ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেয়।

প্রোজেক্ট ম্যানেজার অ্যাবেকাকে মৌজা ভিত্তিক অর্থবরাদ্দের তালিকা দেবেন বলে জানিয়েছেন। জেলাশাসকদের অনুপস্থিতিতে এসডিও (পশ্চিম) ডেপুটেশন গ্রহণ করেন এবং বিদ্যুতের তার-ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ২০/২৫ বছর ধরে বিদ্যুৎহীন হয়ে যাওয়া ৫৯টি মৌজার দ্রুত বিদ্যুতায়ন করা হবে বলে জানান।

অন্য রাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রির তীব্র প্রতিবাদ জানাল বাঁকুড়ার গ্রাহকরা

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রোধে ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করতে হবে, অন্যথায় ১০০০ কোটি টাকা সরকারি ভর্তুকি দিতে হবে এবং যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে, এই দাবিতে ২২ অক্টোবর বাঁকুড়ায় অ্যাবেকার ডাকে দুই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ মিছিল করে এস ই দপ্তরে ডেপুটেশন দেন।

এক প্রতিবাদী সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, কোম্পানি অতিলাভের জন্য বিদ্যুৎ অন্য রাজ্যে বিক্রি করে এ রাজ্যকে লোডশেডিংয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে অথচ অন্যান্য রাজ্যের মতো বিদ্যুতে সরকারি ভর্তুকি দিয়ে গ্রাহকদের কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে না সরকার। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক অনুকূল ভদ্র। ত্রুটিপূর্ণ বিল সংশোধন, টিওডি মিটারে গরমিল দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

পি টি টি আই সমস্যা সরকারেরই সৃষ্টি, প্রতিকারের দায়িত্বও তাদের

মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই-এর চিঠি

পি টি টি আই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীকে নিচের চিঠি পাঠান।

১ অক্টোবর, ২০০৮ হাইকোর্টের রায়ে ১৪২টি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র এন সি টি ই-র অনুমোদন না থাকায় বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে এই বেআইনি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ৭৮ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নিয়ে পাশ করেছেন বা পরীক্ষায় বসেছেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশকরা ৪৩ হাজার জন এখন বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত। হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের ফলে এদের জীবনে নেমে এসেছে ঘোরতর অন্ধকার। ইতিমধ্যে চরম হতাশায় ৬ জন আত্মহত্যা করেছেন। আপনার সরকার এই লক্ষাধিক ছাত্র শিক্ষক ও রাজ্যের বেকার যুবকদের সাথে যে প্রতারণা করেছে, তা নজিরবিহীন। আপনি জানেন, আপনার সরকার ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সরকারি ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সিপিএম দলের নেতা, নেতাদের আত্মীয়-পরিজনরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এই বেআইনি শিক্ষক -শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলে। এন সি টি ই-র বিনা অনুমোদনে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বেকার যুবকদের শিক্ষকতার লোভ দেখিয়ে নির্বাচনে আপনাদের দলের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে পরিকাঠামোহীন এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছিল এবং দু'হাতে আপনাদের দলের নেতা ও তাদের পরিজনবর্গ মানুষ ঠকিয়ে টাকা লুঠেছেন। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকেই চড়া সুদে লক্ষাধিক টাকা ঋণ করে বা ঘরবাড়ি-জমি বিক্রি করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হন, হাইকোর্টের রায়ের ফলে যারা আজ পথের ভিখারিতে পরিণত হতে চলেছেন।

আপনারা জানতেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য এন সি টি ই-র অনুমোদন প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও কীভাবে আপনার সরকার ১৯৯৫ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার অনুমোদন দেয়? আপনারা মনে করেছিলেন, কেন্দ্রে যখন বন্ধু সরকার আছে, আপনাদের নেতাদের এই জালিয়াতি যে কোনওভাবে হোক ম্যানেজ হয়ে যাবে। আপনাদের এই দুষ্কর্মের জন্যই প্রায় এক লক্ষ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক এই চরম অবস্থার মধ্যে পড়ল— তা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন? এর দায়িত্ব কি আপনার সরকারের নয়? কী দোষ ছিল এই ছাত্রছাত্রীদের? তাঁরা তো আপনার সরকারের অনুমোদিত ট্রেনিং কলেজেই ভর্তি হয়েছিলেন। বেআইনি, অমানবিক এবং ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক কাজ করেছে আপনার সরকার। সরকার এন সি টি ই-র নির্দেশ মানেনি, এন সি টি ই-র অনুমোদন নেয়নি। দু'বছরের ট্রেনিং কোর্সকে গায়ের জোরে এক বছর করেছে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিকের জায়গায় দলীয় স্বার্থে মাধ্যমিক স্তরে নামিয়ে এনেছে। কোনও প্রতিবাদেই আপনার সরকার কর্ণপাত করেনি। আপনারাই পরিকল্পিতভাবে শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম পরিবর্তন করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রাতারাতি গজিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন।

অন্যদিকে এ রাজ্যের ডুবন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে আপনারা আরও গভীর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিলেন। এমনিতেই প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৫৫ হাজার পদ খালি। একজন শিক্ষকের উপর নির্ভর করে রাজ্যের কয়েক হাজার স্কুল চলে। হাইকোর্টের এই রায়দানের পর আরও ৪৩ হাজার কর্মরত শিক্ষকের শিক্ষকতা বন্ধ হতে চলেছে। ফলে এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

আপনার সরকারের 'বেকার যুবকদের স্বার্থ' রক্ষায় নাকি রাতের ঘুম বন্ধ। তা হলে কেন এই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রী ও পড়ুয়াদের নিরাপত্তার বিষয়ে কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ এখনও আপনারা গ্রহণ করেননি? এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও দায় অস্বীকার করতে পারে না। '৯৫ সালে এন সি টি ই গঠিত হওয়ার পরে তারা কেন রাজ্য সরকারের এই বেআইনি কাজ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়নি?

এই অবস্থায় আমাদের দাবি —

১) শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের পাশ করা ছাত্রছাত্রী, পড়ুয়া ও বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

২) বি এড-এর মতো পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেটের বৈধতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স জারি করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৩) পি টি টি আই পড়ুয়াদের চাকরি সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও মতেই শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রচার করা চলবে না।

৪) যে ৬ জন পি টি টি আই ছাত্র আত্মহত্যা করেছে, তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আশা করি এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি ও আপনার সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই

আগামী ২৫ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশে এবং ২৯ নভেম্বর দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দিল্লিতে ১টি ও মধ্যপ্রদেশে ৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

প্রার্থী তালিকা

দিল্লি ঃ	করাবল নগর		কমরেড	হরিশ ত্যাগী
মধ্যপ্রদেশ ঃ	গুনা		কমরেড	প্রদীপ আর বি
	সাগর		কমরেড	রাম অবতার শর্মা
	গোবিন্দপুর	(ভোপাল)	কমরেড	কে পি দ্বিবেদী

তেলের দাম কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার পটভূমিতে ভারতবর্ষে অবিলম্বে পেট্রোপণ্যের দাম কমাবার দাবি জানিয়ে ২৭ অক্টোবর এস ইউ সি আই সারা দেশে 'দাবি দিবস' পালন করেছে। ঐদিন কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ মিছিলসহ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মুরলি দেওরার কুশপুতুল দাহ করা হয়। হাজরা (উপরে) ও বরানগরে (নিচে) বিক্ষোভে কুশপুতুল পোড়ানো হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে ডি ওয়াই ও-র অনশন আন্দোলন

সুস্থহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের (আই সি ডি এস) কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও শিশুখাদ্য নিয়ে কালোবাজারি এবং দুর্নীতির প্রতিবাদকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে মুরাদাবাদ জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ১১ সেপ্টেম্বর অনশন আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গণসংগঠন ও এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের সমর্থনে অনশনকারীদের সামনে বক্তব্য রাখেন। সংগঠকরা জানিয়েছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

ভ্রম সংশোধন

'গণদাবী'র ৬১ বর্ষ ১২ সংখ্যার ৩ পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্রশিল্পের গ্রাহকদের মিটার ভাড়া ভুলক্রমে ৩০০ টাকা ছাপা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রশিল্পের গ্রাহকদের (সি ই এস সি) মিটার ভাড়া ২২ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৫ টাকা এবং এস ই ডি সি এল-এ মিটার ভাড়া ১০০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ৭৫ টাকা।

- ১০০ দিনের কাজের আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন
- সারের কালোবাজারি বন্ধ করে ন্যায্য দামে সরবরাহ
- ফসলের লাভজনক দামের দাবিতে ও শিল্পায়নের নামে কৃষক উচ্ছেদ প্রতিরোধে তীব্র কৃষক-খেতমজুর আন্দোলন গড়ে তুলতে

এ আই কে কে এম এস-এর সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন

১৫-১৬ নভেম্বর ২০০৮

শহীদ আমির আলি হালদার নগর (বহরমপুর), মুর্শিদাবাদ

প্রকাশ্য সমাবেশ

১৫ নভেম্বর, কালেক্টরেট মোড়, বহরমপুর, বেলা ৩টা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, সম্পাদক, এস ইউ সি আই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

সভানেত্রী ঃ কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, সভানেত্রী, এ আই কে কে এম এস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

বক্তা ঃ কমরেড শেখ খোদাবক্স, সম্পাদক, এ আই কে কে এম এস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in